ভ্রমকৌতুক নাটক

সেক্স্‌পিয়র।

শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের

সাহায্যে ও ব্যয়ে

গুপ্ত কথা সমাজ হইতে

প্রকাশিত।
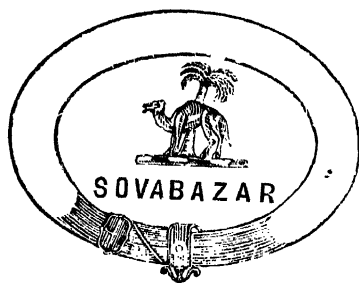
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

কলিকাতা,—সিমুলিয়া, মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।

সম্বৎ ১৯২৯।

Price Eight annas. মূল্য আট আনা।
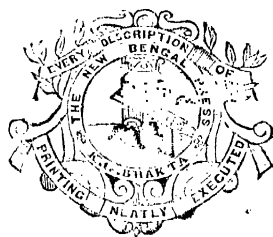
শ্রীশারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

ভ্রমকৌতুক নাটক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইংরাজী ভাষায় মহাকবি সেক্সপিয়র প্রণীত "কমিডি অফ্ এরর্স" অভিধেয় নাটক অতি কৌতুকাবহ এবং অপূর্ব্ব হাস্যকরুণ-রসে পরিপূর্ণ। আমি সেই নাটকখানি অবলম্বন করিয়া এই বাঙ্গালা নাটক রচনা করিলাম। এক্ষণে নাট্যানুরাগী পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এক এক বার পাঠ করিলেই সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার্য্য এই যে, শোভাবাজার রাজ-বংশের সমুজ্জ্বল মণিস্বরূপ, বিদ্যানুরাগী, বঙ্গ সাহিত্যের পরম বন্ধু, —"আমার গুপ্তকথা, অতি আশ্চর্য্য" নামক অভিনব আখ্যায়িকা পুস্তকের প্রধান নিয়োগকর্ত্তা ও উৎসাহদাতা এবং গুপ্ত কথা সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর বিশেষ পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত শোধন, স্থানে স্থানে সংযোজন ও অনেক স্থানে পরিবর্ত্তন এবং অতুল্য বদান্যতার পরিচয়-স্বরূপ এতৎ মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিয়াছেন। কেবল তাঁহারই যত্নে, তাঁহারই উৎসাহে, এবং তাঁহারই আনুকূল্যে এই "ভ্রমকৌতুক" জন-সমাজের বদন দর্শন করিতে সমর্থ হইল।

শ্রীবেণীমাধব ঘোষ।

কলিকাতা।
শোভাবাজার,—রাজবাটী।
২০এ মাঘ,—১২৭৯।

নাটকোক্ত নরনারীগণ।

পুরুষ।

সুবাহু রাজা	বঙ্গাধিপতি।
রণবীর সিংহ	কারাধ্যক্ষ।
সুরপতি	গুজরাট দেশীয় বণিক।
বসন্তকুমারদ্বয়	সুরপতির পুত্র।
কৃষ্ণদাসদ্বয়	উভয় বসন্তকুমারের ভৃত্য।
বৃহদ্বল	বঙ্গদেশীয় বণিক।
কীর্ত্তিধর	অপর বণিক।
মদন	জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের শ্যালক।
নিবারণ কণ্ঠাভরণ	চিকিৎসক।
স্বরূপ	স্বর্ণকার।

রমণী।

পদ্মাবতী	জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের স্ত্রী।
লজ্জাবতী	পদ্মাবতীর কনিষ্ঠা ভগিনী।
মায়াবতী	সুরপতির হারা স্ত্রী রত্নবতী।
তিলোত্তমা	নর্ত্তকী।

প্রহরী, দাসদাসী ও ঘাতুক প্রভৃতি।

ভ্রমকৌতুক নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুবাহু রাজার সভা।

(রাজা আসীন, সুরপতি সওদাগরকে ধারণ করিয়া রণবীর সিংহের প্রবেশ।)

রণ।—(নমস্কার করিয়া) মহারাজ! গুজরাট দেশের এই সওদাগর এ রাজ্যে আসাতে রাজব্যবস্থা অনুসারে আমি একে ধোরে এনেছি, এক্ষণে যা অনুমতি হয়।

রাজা।—(সুরপতির প্রতি) তুমি এ রাজ্যে কেন এলে? তুমি কি জান না যে, গুজরাট দেশের লোক এ রাজ্যে এলে, আমি তার সহস্র মুদ্রা দণ্ড কোরে থাকি, তা না দিতে পাল্লে তৎক্ষণাৎ প্রাণ দণ্ড করি।

সুর।—মহারাজ! বড় বিপদে পোড়েই এরাজ্যে এসেছি, দণ্ডের উপযুক্ত অর্থও আমার সঙ্গে নাই, এ অবস্থায় মহারাজের যেরূপ অনুমতি হয়; কিন্তু প্রাণ দণ্ডই আমার পক্ষে এখন সুখকর হবে।

রাজা।—কি! মৃত্যু তোমার সুখকর! পৃথিবীতে এমন এক জনকেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না যে, আপনার মৃত্যু আপনি বাঞ্ছা করে। অতি কষ্টে পোড়্‌লেও সহজে কেউ প্রাণের মায়া ত্যাগ কোত্তে চায় না। কিন্তু তোমার যে এত দূর বৈরাগ্য, এর কারণ কি?

সুর।—মহারাজ! এ প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন না, এর উত্তর কোত্তে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ক্ষমা করুন।—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

রাজা।—না না, বলো। শুন্‌লে যদিও আমি তোমাকে একেবারে ক্ষমা না করি, তথাচ দয়াও ত হতে পারে।

সুর।—দয়ার কথা কি বলেন মহারাজ! দেবতারা যদি সে বিপদে এমন দয়া না কোত্তেন, তা হলে আজ আর তাঁদের নির্দয় বোলে আমাকে পাপী হতে হতো না।—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

রাজা।—দেবতাদের নির্দয় বোল্‌ছো কেন?

সুর।—সে বিপদে বাঁচিয়ে রেখেছেন বোলেই এত যন্ত্রণা ভোগ হোচ্চে, সেই জন্যেই নির্দয় বোল্‌চি। মহারাজ! গুজরাট দেশে আমার জন্ম, একজন সওদাগর আমাকে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত কোরে বিদেশে পাঠান। সেখানে আমি বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জনও করি, মধ্যে এক দুর্ঘটনা হয়, আমার প্রভু প্রাণত্যাগ করেন, সেই সময়—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

রাজা।—তার পর?

স্বর।—সেই সময় আমাকে উড়িষ্যায় আস্‌তে হয়। আমার প্রভুর সওদাগরী অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। কোথায় কত টাকা পাওনা, মৃত্যুকালে সে সব তিনি স্থির কোরে জান নি। উড়িষ্যায় তাঁর কারবার কিছু অধিক ছিল, সেই জন্যে ক্রমাগত ছয় মাস আমাকে সেখানে থাক্‌তে হয়। আমার স্ত্রী সেইখানে আস্‌বার জন্যে বার বার পত্র লেখে, অগত্যা আমি তাকে আনাই, তখন সে গর্ভবতী। উড়িষ্যায় এসে তিন মাস পরে দুটী যমজ সন্তান প্রসব করে। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! দুটীরই এক অবয়ব। আরো এক আশ্চর্য্য ঘটনা! কেমন দৈবের কর্ম্ম, যে সময় আমার সন্তান দুটী জন্মে, ঠিক্ সেই সময় আমার প্রতিবাসিনী এক দরিদ্র রমণীও দুটী যমজ পুত্র প্রসব করে। আমার পুত্র দুটী যেমন অবয়বে এক প্রকার, কেবল জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নামে চেনা যায়, সেই দরিদ্র রমণীর পুত্রেরাও অবিকল সেইরূপ পরস্পর এক অবয়ব। তাই দেখে মনে অতিশয় আমোদ হয়, স্ত্রীলোকটীকে কিছু অর্থ দিয়ে সেই ছেলে দুটী কিনে নিই। বড় হলে আমার পুত্রদের সহচর হবে, এই মানসে সমান যত্নে প্রতিপালনও করি। কিছুদিন যায়, মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী দেশে যাবার জন্যে উত্তেজনা করে, শেষে অত্যন্ত ব্যস্ত হওয়াতে সুতরাং সম্মত হই, শুভদিন দেখে তরণী আরোহণ কোরে স্বদেশে যাত্রা কোল্লেম। সেই তরণী—(দীর্ঘনিশ্বাস)

রাজা।—তার পর, তার পর?

সুর।—(সবিষাদে) তার পর প্রায় দেড় ক্রোশ পথ এসেছি, এমন সময় ঝড় উঠ্‌লো,সমুদ্রে ভারি তুফান। বড় বড় ঢেউ লেগে তরণীখানি টলমল কোত্তে লাগ্‌লো। বিপদের সীমা নাই। আমাদের নিজের প্রাণের জন্যে যত না হোক্, ছেলে কটীর জন্যেই অত্যন্ত ব্যস্ত হলেম। ক্রমেই ঝড়ের বৃদ্ধি,—তরণীখানি ডুবু ডুবু হলো। ছেলে ক[illegible]কে বুকে কোরে আমার স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। ছে[illegible]দের স্বভাবই এই, কাঁদ্‌বার হেতু না থাক্‌লেও কাঁদে, অ[illegible]কান্না দেখেও কাঁদে, সুতরাং তারাও চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্‌লো, মহা শঙ্কটে পোড়্‌লেম! ক্রমশই ঝড়ের বৃদ্ধি, তরণীর—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

রাজা।—তরণীর তখন কি হলো?

সুর।—(ঊর্দ্ধ দৃষ্টে) ভগবানের যা ইচ্ছা, তাই হলো!—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

রাজা।—তবু তবু।

সুর।—তবু আর কি মহারাজ! পোতের নাবিকেরা আমাদের সেই বিপদে ফেলে ক্ষুদ্র নৌকা বেয়ে চোলে গেল। তরণী তখন ডোবে, কটি পর্য্যন্ত জল হয়েছে, আমার স্ত্রী অতি বুদ্ধিমতী, আর প্রত্যুৎপন্নমতিও ছিল, সে সেই সময় তরণীর একটী মাস্তরে জ্যেষ্ঠ পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভৃত্য আর আপনার শরীর এক গাছি দড়ীতে বাঁধ্‌লে। আমিও দেখা দেখি কনিষ্ঠ পুত্র আর কনিষ্ঠ ভৃত্যের সঙ্গে আর একটী মাস্তরে বদ্ধ হলেম। তরণী সেই অবস্থায় বায়ু বেগে ভাস্‌তে

ভাস্‌তে চোল্লো। দূরে দেখ্‌লেম, দুখানি নৌকা আমাদের উদ্ধার কর্‌বার জন্যে দ্রুতবেগে আস্‌ছে। কিন্তু সে দুখানি তরি এসে পৌঁছিবার পূর্ব্বে—উঃ!—আর বলা যায় না,—মহারাজ এ পর্য্যন্ত যা বোল্লেম, তাতেই বোধ করুন, পরিণামে কি হলো! (রোদন)

রাজা।—না না, স্থির হও। তার পর কি হলো বলো।

স্থর।—উড়িষ্যা থেকে যখন আমরা পাঁচ ক্রোশ দূরে, তখন তরণীখানি এক বৃহৎ চড়ায় ঠেকে এককালে চূর্ণ হয়ে গেল, আমরা স্রোতে ভেসে যেতে লাগ্‌লেম! স্রোতের গতি যে দিকে, মাস্তুর সেই দিকেই চোল্লো। যে মাস্তুরে আমার স্ত্রী ছিল, সেটী কিছু লঘু, সুতরাং স্রোতের বেগে অনেক দূরে গিয়ে পোড়্‌লো। আমি দূর থেকে দেখ্‌লেম, জন কয়েক ধীবর তাদের তুলে নিলে। তার পর আর একখানি তরি এসে আমাদেরও উদ্ধার কোল্লে। অর্দ্ধেক জীবন যে কোথায় গেল, কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না! আর এই অর্দ্ধেক এই সকল বিপদ সহ্য কোর্‌বে বোলেই এ পর্য্যন্ত আছে! (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

রাজা।—আহা! তুমি দুর্ভাগ্যের এক শেষ ভোগ কোরেছ বটে, কিন্তু যাদের জন্যে তোমার এত চিন্তা, এত শোক, তাদের কি হলো?

স্থর।—(শিরে করাঘাত করিয়া) আর কি হলো! কি শুন্‌বেন মহারাজ! এ জীবন এ পর্য্যন্ত যায় নাই, এই হলো! যে পুত্রটী আমার কাছে ছিল, সেই কনিষ্ঠ পুত্র আঠার

বৎসর বয়সে আপন গর্ভধারিণী আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণে গিয়েছে, ভৃত্যটীও সঙ্গে আছে, এ পর্য্যন্ত তাদেরও কোন উদ্দেশ পেলেম না! আমার জীবন ধারণ এখন কেবল বিড়ম্বনা! পাপপ্রাণ এখনও এ শোক-জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ কোত্তে চায় না, পরমেশ্বর আমার দ্বারা পৃথিবীর সকল দুঃখের পরীক্ষা কোর্‌বেন বোলেই জগতে রেখেছেন। আমি হারাধনের অন্বেষণ কোত্তে কোত্তে বহুকাল পরে এ রাজ্যে এসেছি, এখানে আমার মৃত্যু দণ্ড ব্যবস্থা হলো, এখনও তারা বেঁচে আছে, এটীও যদি একবার কাণে শুনি, তা হলে এই মৃত্যু আমার স্বর্গভোগের অপেক্ষাও সুখকর হয়।

রাজা।—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, রোদন কোরো না, দণ্ড দান যাদের রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি, আমার সেই রাজ-হৃদয় কঠিন হৃদয়, তোমার দুঃখে তুষারের মত দ্রব হোচ্চে, কিন্তু উপায় কি? এ সকল দুর্ঘটনা যেমন জগদীশ্বরের ইচ্ছা, রাজনীতি পালন করাও তেমনি রাজার ধর্ম্ম। তা তোমার প্রতি এই পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করা যেতে পারে, যদি তুমি আজ সূর্য্যাস্তের মধ্যে ঋণ কোরে পারো, ভিক্ষা কোরে পারো, কিম্বা কোন বন্ধুর নিকট সাহায্য লয়েই পারো, সহস্র মুদ্রা দণ্ড দাও, তা হলে প্রাণদণ্ড ক্ষমা হয়। (রাজা গাত্রোত্থান করিয়া কারাধ্যক্ষের প্রতি) দেখ কারাধ্যক্ষ! এই সওদাগরকে লয়ে যাও।

[রাজার প্রস্থান।

স্ুর।—(স্বগত) নিরাশ্রয় অসহায় সুরপতি এখানে অনিশ্চিত জীবনের জন্যে আর কি চেষ্টা কোর্‌বে?

[কারাধ্যক্ষের সহিত সুরপতির প্রস্থান।

ইতি প্রথব গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হাট।

(কনিষ্ঠ বসন্তকুমার, কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাস ও সনাতনের প্রবেশ।)

সনা।—(বসন্তকুমারের প্রতি) আর শুনুন, কদাচ এ দেশে কারো নিকট পরিচয় দিবেন না যে, আপনি গুজরাটী বণিকের পুত্র। এ যদি প্রকাশ হয়, তবে আর আপনার নিস্তার থাক্‌বে না। এখনি আমাদের রাজা বলপূর্ব্বক আপনার যথাসর্ব্বস্ব হরণ কোর্‌বেন, আর যৎপরোনাস্তি দণ্ডও দিবেন। এইমাত্র শুনে এলেম, আপনাদের দেশস্থ একজন প্রাচীন মহাজন এখানে এসেছিল, রাজা তার প্রাণ দণ্ডের অনুমতি দিয়েছেন। অতএব আপনি বাঙ্গালী বোলেই সকলের নিকট পরিচয় দিবেন।

বসন্ত।—সুতরাং তাই বোল্‌বো।

সনা।—এক্ষণে তবে চোল্লেম।

বসন্ত।—আসুন।

[সনাতনের প্রস্থান।

বসন্ত।—(স্বগত) এ ত বিষম প্রমাদ! (চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদাসের প্রতি) শোন্, তুই এই হাজার টাকার হুণ্ডিখানা বাসায় রেখে শীঘ্র আমার আহারের উদ্যোগ কোর্‌গে, আমি ততক্ষণ এই নগরটা ভাল কোরে দেখে যাই।

কৃষ্ণ।—যে আজ্ঞা।

[কৃষ্ণদাসের প্রস্থান।

বসন্ত।—(স্বগত) কি বিপদেই পোড়্‌লেম, কারুরি ত অন্বেষণ পেলেম না, এখন কোথায় যাই, কারেই বা জিজ্ঞাসা করি? এ বিপদ-সাগর থেকে যে কেমন কোরে উদ্ধার হব, তার ত কোনো উপায় দেখ্‌তে পাই না। (চিন্তা করিয়া) আহা! জননী আমার যে কোথায় চির-দুঃখিনীর মতন উদরের জ্বালায় ভিক্ষা কোরে পথে পথে ভ্রমণ কোচ্চেন, আর ভাই বা কোথায় কার দাসত্ব কোরে উদর পোষণ কোচ্চেন, তার ত কিছুই অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। আর বৃদ্ধ পিতাও স্বদেশে স্ত্রীপুত্র বিরহে না জানি দিবা রাত্রি কত কষ্টই ভোগ কোচ্চেন, (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল, সগোষ্ঠী ধনে প্রাণে একেবারে গেলেম!

(জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

বসন্ত।—কি রে, তুই যে এখনি ফিরে এলি?

কৃষ্ণ।—আজ্ঞা, আহারাদি সব প্রস্তুত হয়েছে, গিয়ে খেলেই হয়, আপনার যেতে বিলম্ব দেখে গিন্নী ঠাকৃরুণ ডাকৃতে পাঠালেন, শীঘ্র আসুন।

বসন্ত।—তুই ও কি বোল্‌ছিস্‌? তোকে যে টাকা রাখ্‌তে দিলেম, তা কার কাছে রেখে এলি?

কৃষ্ণ।—(মুখ হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে) এ আবার কি বলে? (প্রকাশ্যে) মহাশয়! এখন আহার কোত্তে চলুন, মা-ঠাক্‌রুণ, মাসী ঠাক্‌রুণ, আপনার জন্যে খেতে পাচ্চেন না।

বসন্ত।—আরে বলিস্‌ কি? আমার টাকা তুই কোথায় রাখ্‌লি বল! তোর কথা ত ভাল বোধ হোচ্চে না, পাকে প্রকারে টাকাগুলো ফাঁকি দিবি না কি?

কৃষ্ণ।—মহাশয়, টাকা কি? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) ওহো! বটে বটে! সে দিন যে ক আনার পয়সা রাখ্‌তে দিয়েছিলেন? তা সে ত মাঠাকরুণকে তখনি দিয়েছি, আপনি এখন খেতে আসুন, মা ঠাক্‌রুণ বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

বসন্ত।—কি আপদ! তবু বলে মাঠাক্‌রুণ ব্যস্ত হোচ্চেন, আমার টাকা কোথায় বল্‌, এই মাত্র যে তোকে দিলেম।

কৃষ্ণ।—মশাই! টাকা আমায় কখন দিলেন? এও ত বিষম দায়ে পোড়্‌লেম, আমি গিন্নী ঠাক্‌রুণকে বলি গিয়ে, তিনি কেবল টাকা টাকাই কোচ্চেন, খেতে আস্‌ছেন না।

বসন্ত।—(বিরক্ত ভাবে) কি গ্রহ! আমি যা বলি, তার উত্তর দেয় না, সেই অবধি কেবল গিন্নী গিন্নীই কোচ্চে, সে কে?

কৃষ্ণ।—আপনার স্ত্রী, আর কে?

বসন্ত।—কি উৎপাত! আমার স্ত্রী কে রে? তুই পাগল হয়েছিস্ না কি?

কৃষ্ণ।—মশাই, আমি হয়েছি, না আপনি হয়েছেন, আপনারই ত কথার কিছু ঠায় ঠিকানা পাচ্চি নি।

বসন্ত।—পাজি! যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমি তোকে কোথা টাকার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তুই তার উত্তর না দিয়ে কেবল বোল্‌ছিস্, গিন্নী ডাক্‌ছেন, গিন্নী ডাক্‌ছেন, এই ত ঘণ্টা কয়েক হলো, এ দেশে এসেছি, এর মধ্যে তুই বেটা আমার স্ত্রী পেলি কোথা?

কৃষ্ণ।—(মৃদুস্বরে) দিব্য যা হোক, আমারি ঘাট হয়েছে। (প্রকাশ্যে) সে যা হোক, আপনি এখন বাড়ী যাবেন কি না বলুন, আমি আর আপনার সঙ্গে বকাবকি কোত্তে পারি নি, দেখ্‌ছি, আপনার মেজাজ বিগ্‌ড়েছে।

বসন্ত।—কি বলিস্‌রে পাজি! মেজাজ বিগ্‌ড়েছে? (চপেটাঘাত)

কৃষ্ণ।—উঃ! বাপ্‌রে, বাপ্‌রে! মলুম গো! (ভূতলে পতন, পরে গাত্রোত্থান করিয়া) মশাই, যান আর নাই যান, আমি ত আর মার খেতে পারি নি, চোল্লেম। (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে) বাপ! এমন দায়েও মানুষ পড়ে! কোথা খেতে ডাক্‌তে এলেম, না মেরে খুন কোল্লে, এমন ছার চাকরি আর কোর্‌বো না, মা ঠাক্‌রুণকে বোলে এখনি চোলে যাব।

[কৃষ্ণদাসের প্রস্থান।

বসন্ত।—(স্বগত) এ তো বড় চমৎকার! চাকরটা হঠাৎ এমন হলো কেন? শুনেছিলেম, এ জাদুকরের দেশ, তন্ত্র মন্ত্রে উচাটন কোরে পাগল কোরে দেয়, তাই বা ঘট্‌লো। কে বা কি কোরে ওটাকে পাগল কোরে তুল্লে। যা হোক্, এখন টাকার অন্বেষণ করিগে, কোথায় ব্যাটা রাখ্‌লে, কি কে বা ভুগিয়ে নিলে। ভাল দেশে এসেছি যা হোক্, বোধ হোচ্চে, টাকাগুলি আর পাবো না।

[কনিষ্ঠ বসন্তকুমারের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের গৃহ।

পদ্মাবতী ও লজ্জাবতী আসীন।

পদ্মা।—সে যা হোক ভাই, তাঁকে ডেকে আন্‌তে চাকরটাকে যে পাঠালেম, এ পর্য্যন্ত না সে এলো, না তিনিই এলেন। এখন কি করি, কতক্ষণ রেঁধে বেড়ে বোসে রয়েছি, এই এসে, এই এসে কোরে এতখানি বেলা হলো, তবুও দেখা নাই।

লজ্জা।—হয় ত বসন্ত বাবুকে কেউ নিমন্ত্রণ কোরে থাক্‌বে, তাই জন্যে আস্‌ছেন না, তা দিদি এসো, আমরা খাই গিয়ে চলো।

পদ্মা।—তা কি খেতে আছে লা।

লজ্জা।—তাতে দোষ কি?

পদ্মা।—পুরুষকে রেখে আগে খেতে নেই।

লজ্জা।—কেন দিদি? ওদের বাড়ীর বৌয়েরা তো বাবুদের খাওয়া হোতে না হোতে আগে ভাগে পেট শীতল কোরে বোসে থাকে।

পদ্মা।—ও সব ভাই বড় ঘরের কথা! ওদের এক কাণ্ডই আলাদা। ওরা কি স্বামী বোলে মানে, না স্বামী

বোলে ভক্তি করে, স্বামীকে যেন কেনা গোলামের মতন দেখে। তাই কি আমাদের মতন গৃহস্থের ঘরে সাজে? আর যেখানে বৌ বাবু, পিসী বাবু, মাসী বাবু, তাদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা খাটে?

লজ্জা।—আচ্ছা, তবে একটু গৌণেই খাব এখন, কিন্তু বোধ করি, তিনি আর এ বেলা এলেন না।

পদ্মা।—তাই বা কেমন কোরে জান্‌বো, তার কি ঠিক আছে? কখন কি সময়ে আসা আছে, না খাওয়া আছে। তার স্বভাব ত জানই, কখন রাত্রি দুপুরের সময়, কখন একটার সময়, হলো বা কোন দিন ভোরের বেলা বাড়ীতে আসেন, এক দণ্ডও ত তিনি সমস্ত রাত ঘরে থাকেন না। আমার বেশ বোধ হোচ্চে, আজ কারো বাড়ী ঢুকেছেন।

লজ্জা।—তা বটে,কিন্তু একটা কথা কি দিদি! আমরা যেমন ঘরকন্না নিয়েই থাকি, পুরুষেরাও তেম্নি সংসারের অন্য অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এর ভিতর তারা যদি আমোদ আহ্লাদ কোত্তে কখনো কোথাও যায়, তাতে আমরা কি কোত্তে পারি? স্ত্রীকে স্বামীর বশ হয়ে থাক্‌তে হয়।

পদ্মা।—আমি অত পারি নি।

লজ্জা।—সেটা ত দিদি ভাল নয়। দেখ, এই পৃথিবীতে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত সকল জেতেরই ঐ ধর্ম্ম।

পদ্মা।—তবে বুঝি পুরুষের অধীন হয়ে থাকৃতে হবে বোলে তুমি বিয়ে কর না?

লজ্জা।—তা কেন, যখন আমার ইচ্ছা হবে, তখন কোর্‌বো। কিন্তু তার আগে কি কোরে স্বামীকে সন্তুষ্ট কোরে বশ কোত্তে হয়, তা শিখ্‌বো। তোমার মতন আমি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি কোর্‌বো না, আর স্বামীকে কটু কথা বোলে পাপেও ডুব্‌বো না।

(জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাসের প্রবেশ।)

পদ্মা।—কিরে কেষ্ঠা! আমাদের সে দুর্ব্বাসা ঋষি কোথায়?

কৃষ্ণ।—আর মা ঠাক্‌রুণ! সে যে কাণ্ড কারখানা, দেখে শুনে হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেছে, আমার পিটে তার সাক্ষী-দেখুন।

পদ্মা।—কি কোরেছেন?

কৃষ্ণ।—মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছেন, আর কোর্‌বেন কি?

পদ্মা।—অবাক! তোরে স্বধু স্বধু মাল্লে? তুই কিঁ বোলেছিলি?

কৃষ্ণ।—বোল্‌বো আর কি?

পদ্মা।—তবু?

কৃষ্ণ।—আপনার নাম কোরে কেবল খেতে ডেকেছিলেম, এই অপ্‌রাধ।

পদ্মা।—তার পর?

কৃষ্ণ।—তার পর কেবল বলেন, এই যে তোকে টাকা দিলেম, সে টাকা কোথায়? আবার বলেন, আমার

স্ত্রী কে? আমি তো বিয়ে করি নি। এখন আপনি যদি কোনো রকমে আনাতে পারেন, তবেই হয়, আমা হতে আর হয় না।

পদ্মা।—কেন?

কৃষ্ণ।—আধমারা কোরেছেন, আবার কেন?

পদ্মা।—ভাল, তুই আর একবার যা। যেমন কোরে হোক্, বুঝিয়ে স্থঝিয়ে ডেকে আন।

কৃষ্ণ।—(কর যোড়ে) হে মা ঠাক্রুণ! তোমার পায়ে পড়ি, আর আমায় পাঠাবেন না। এবার গেলে যা বাকী আছে, তাও শেষ হবে।

পদ্মা।—(কিঞ্চিৎ রোষ ভরে) যাবি নি কি? মারে, না হয় দুটো মারই খেলি।

কৃষ্ণ।—(অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু স্বরে) তবেই হয়েছে! যাই, আর কি কোর্‌বো, শাঁকের করাতে পোড়্‌লেম, না গেলে ঠাক্রুণটীর কাছে গালাগাল, গেলেও সেথানে ঠাকুরটীর কাছে টিপ্ ঢাপ্।

[কৃষ্ণদাসের প্রস্থান।

পদ্মা।—ও ভাই লজ্জাবতি! এ কাণ্ডখানা কি? বোল্‌তে পারিস্?

লজ্জা।—কাণ্ড আর কি! বোধ হয়, কোনো লোকের সঙ্গে কথা কোচ্ছিলেন, সেই সময় কেষ্টা বেটা তোমার নাম কোরে একজাই ডেকেছে, তাই লজ্জায় পোড়ে রাগ কোরে ওকে মেরে ধোরে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

পদ্মা।—না ভাই, তা নয়! এর ভিতর কথা আছে। আমি আগে যা বোলেছি, তাই, শেষ তখন শুন্‌তে পাবে। এখন একবার মদনকে পাঠিয়ে দিই গে, ডেকে আনুক, কেষ্ঞা দেখ্‌ছি পার্‌বে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পান্থশালার সম্মুখ।

(কনিষ্ঠ বসন্ত কুমারের প্রবেশ।)

বসন্ত।—(স্বগত) এই ত দেখ্‌লেম, আমার টাকা রয়েছে, কিন্তু আহারের কিছুই প্রস্তুত হয় নি। এখন কেষ্ঞা বেটা গেল কোথা? বুঝি বা মার ধোর খেয়েই পালালো, কি রাগ কোরেই বা কোথায় বোসে আছে।

(কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসের প্রবেশ।)

কিরে? তোর সে ভাবটা গিয়েছে? তখন অমন পাগ্‌লামী কোচ্ছিলি কেন? আহারের যোগাড় কি কোল্লি?

কৃষ্ণ।—আজ্ঞা, এই হলো বলে, আর বড় বিলম্ব নাই। মশাই, আপনি যে বোল্লেন, তুই পাগ্‌লামী কোচ্ছিলি কেন? কৈ? কখন্ কি কোরেছিলেম?

বসন্ত।—কেন, তোর মনে নাই, এই মাত্র যে আমাকে গিয়ে বোল্লি, খাবার প্রস্তুত হয়েছে, মা ঠাক্রুণ ডাক্ছেন, খেতে আসুন।

কৃষ্ণ।—সে কি মশাই?

বসন্ত।—সেকি কিরে? এই কতক্ষণ যে তুই আমাকে ঐ সব কথা বোলে এলি। আর এও বোল্লি যে, মা ঠাক্রুণ, মাসী ঠাক্রুণ আপনার জন্যে খেতে পাচ্চেন না, বাড়ীতে আসুন, মনে নাই?

কৃষ্ণ।—বলেন কি মশাই? আমি ত এর কিছুই জানি নি। কখনি বা আপনার কাছে গেলেম, আর কখনই বা এমন কথা বোল্লেম? এই ত আপনার টাকা এনে বাসায় রেখে খাবার উদ্যোগ কোচ্চি।

বসন্ত।—সেকি রে? এখনো এক ঘণ্টা হয় নি, তুই আমার কাছে ঐ রকম পাগ্লামী কোরে এলি, আর সেই জন্যে মারও খেলি।

কৃষ্ণ।—বলেন কি মশাই? আপনার কথা শুনে যে, আমি অবাক হলেম। আপনার কাছথেকে এসে অবধি ত এক দণ্ডের জন্যেও কোথাও যাই নি। এরি মধ্যে পাগ্লামীই বা কোল্লেম কখন, আর মারই বা খেলেম কখন?—আকাশ ফোঁড়া কথা বলেন যে?

বসন্ত।—অনেক কালের পুরোণো চাকর বোলে কখনো কখনো তোর সঙ্গে দু একটা পরিহাস করি, তাই বুঝি আমার সঙ্গে এখন তামাসা আরম্ভ কোল্লি? কুকুরকে

নাই দিলে মাথায় উঠে, বটে ? ফের এ রকম মিছে তর্ক বিতর্ক কোর্‌বি ত এবার এমন মার মার্‌বো, হাড় চূর্ণ কোরে দেবো।

কৃষ্ণ।—মশাই, মারুন আর ধরুন, আমি ত এসব কথার বাষ্পও জানি নি।

বসন্ত।—বেটা তোর পাগ্‌লামী এখনো যায় নি, এখনো তামাসা কোত্তে ছাড়িস্ নি ? (প্রহার)

কৃষ্ণ।—উহুহু মশাই, মিনি দোষে মারেন কেন ? আমি দিব্বি কোরে বোল্‌ছি, আপনার কাছে যাই নি, এসে অবধি আপনার খাবারেরই উদ্যোগ কোচ্চি।

বসন্ত।—(মৃদুস্বরে) এ কি ! মার খেয়েও বেটা যে বলে, আপনার কাছে যাই নি, তবে কি আমারি ভ্রম ? হবেও বা ! (প্রকাশে) আচ্ছা, আমি যেমন তোকে মাল্লেম, তেমনি আমার কোনো সন্তোষের কাজ না কোল্লেও এক সময় তোকে পুরস্কার দেবো। তুই কিছু মনে কোরিস্ নি।

কৃষ্ণ।—মনে কোরেই বা আর কোর্‌বো কি ? ভাগ্যে যা ছিল, তাই হলো।

(মদনের প্রবেশ)

মদন।—(বসন্তকুমারের প্রতি)এই যে বাবু এখানে! এই না তুমি বলো, বাড়ীতে তোমার বড় টান, বাড়ী ছেড়ে কোথাও থাকৃতে পারো না, তবে এখনো পর্য্যন্ত বাড়ী যাও নি কেন ? আবার নাকি বোলেছ, “আমি বিবাহ করি নি, আমার স্ত্রী কোথায় ?” এ সব কি কথা ? এখন বাড়ী চলো।

বসন্ত।—তা সত্যই ত, আমি বিবাহ করি নি, আপনি কে? আমি বিদেশী লোক, আপনার বাড়ী যাব কেন?

মদন।—ওকি বসন্ত বাবু! তুমি এমন সব কথা বোল্‌ছো কেন? হয়েছে কি? (কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসকে উল্লেখ করিয়া) তোমাকে ডাক্‌বার জন্যে কৃষ্ণদাসকে দিদি পাঠিয়েছিলেন, তুমি কিনা ওকে মেরে ধোরে তাড়িয়ে দিয়েছ। ব্যাপার খানা কি? হয়েছে কি? এখন বাড়ী এসো।

কৃষ্ণ।—(মদনের প্রতি) আপনি কে মশাই? আপনার ভগ্নীর সঙ্গে আমার কোথা দেখা হলো যে, বাবুকে তিনি ডেকে নিয়ে যেতে বোলেছিলেন, (বসন্তকুমারের প্রতি) মহাশয়, আমি এ বাবুটীকেও চিনি নি, আর এঁর ভগ্নীকেও চিনি নি, ওঁদের বাড়ী কোথায়, তাও জানি নি।

বসন্ত।—কেন, তুই ত এইমাত্র অবিকল ঐ সব কথা আমাকে গিয়ে বোলেছিস্।

কৃষ্ণ।—আজ্ঞা, কি বোলেছি?

বসন্ত।—এই আহারাদি প্রস্তুত হয়েছে, আপনার স্ত্রী ডাক্‌ছেন, এই সব কথা বোলেছিস্, আর তোকে যে আমি মেরেছি, তাও ত উনি বোল্লেন। তুই ওঁদের বাড়ী না গেলে উনি তোকে কেমন কোরে চিন্‌লেন? এসব কথাই বা কেমন কোরে জান্‌লেন? তবে তুই ওঁদের চিনিস্ নি কেমন কোরে?

কৃষ্ণ।—(মৃদুস্বরে) তাই ত! (প্রকাশে) মশাই, আমি সত্য বোল্‌ছি, ওঁদের আমি চিনি নি।

মদন।—কচু পোড়া খা! তুই আমাদের চিনিস্ নি? আবার ভিট্‌কিলিমি? দিদি বসন্ত বাবুকে ডেকে নিয়ে যেতে তোকে পাঠিয়ে দেন নি? তুই যেন সত্য সত্যই কিছু জানিস্ নি, তেমনি সব কথা বোল্‌ছিস্, চাকর মনিব দুজ-নেই এক রোগে গেছিস্? (বসন্তকুমারের হস্ত ধরিয়া) তুমি এখন বাড়ী এসো, ন্যাকামো রাখো,—চলো। তোমার জন্যে বাড়ীর মেয়েদের এখনো খাওয়া দাওয়া হয় নি।—চলো।

বসন্ত।—(স্বগত) এ কে? কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানি নি, কিন্তু আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায়, করি কি?—এ এক প্রকার মন্দ কৌতুক নয়। দেখেই আসা যাক্, কাণ্ডটা কি? প্রস্তুত অন্ন কেন ছাড়ি?—এখানে ত এখনো কিছুই আয়োজন হয় নি।—খেয়েই আসি।—খাওয়াও হয়, রঙ্গটা দেখাও হয়।—কিন্তু বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে যদি কোন ফ্যাঁসাতে ফেলে, তা হলে কি হবে? (চিন্তা)

মদন।—কি গো! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছো কি?—চলো না।

বসন্ত।—(স্বগত) যাই, অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। (কৃষ্ণদাসের প্রতি) ওরে! চল্ যাই, আমারও যে দশা, তোরও সেই দশা। কিন্তু এক কর্ম্ম করিস্, আমি বাড়ীর ভিতর গেলে তুই দরজায় বোসে থাকিস্, আর কেউ এলে ঢুক্‌তে দিস্ নি। (মদনের প্রতি) তবে চলুন যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ।

(জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমার, স্বরূপ, জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস ও জনৈক বণিকের প্রবেশ)

বসন্ত।—ওহে স্বরূপ! এক ছড়া সোণার হার আমার স্ত্রীর প্রয়োজন আছে, শীঘ্রই চাই, দিতে পার্‌বে কি?

স্বরূপ।—আজ্ঞা, এক ছড়া হার আমার প্রস্তুত আছে, কেবল রং কোরে দিলেই হয়, আন্‌বো কি? অতি উত্তম হার, দেখ্‌লেই আপনার পছন্দ হবে।

বসন্ত।—আচ্ছা, আনো দেখি।

[স্বরূপের প্রস্থান।

বসন্ত।—(কৃষ্ণদাসের প্রতি) ওরে! তুই যে বোল্লি, আমি তোকে মেরেছি, কখন মাল্লেম?

কৃষ্ণ।—আজ্ঞা, এখনো দু ঘণ্টা হয় নি আমাকে মেরেছেন।

বসন্ত।—সেকি রে?

কৃষ্ণ।—হুঁ! সেকি রে, মারের ধমকে আমার যেন জ্বর হয়েছে।

বসন্ত।—বলিস্ কিরে? তোকে কি নিরপরাধেই মাল্লেম?

কৃষ্ণ।—তা বইকি মশাই! কোথা আপনাকে খেতে আস্‌তে ডাক্‌লেম, না আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন।

বসন্ত।—দূর পাগল! তোর সঙ্গে পূর্ব্বে আবার আমার কখন্ দেখা হলো যে, তোকে মাল্লেম, এই ত সবে মাত্র দেখা।

কৃষ্ণ।—বিলক্ষণ মশাই! এই সবে মাত্র দেখাই বটে! মারের ধমকে আমার পিলে চোম্‌কে গেছে! এমনি মার মেরেছেন, যে আধ মারা কোরে ছেড়েছেন, একেবারে প্রাণে মাল্লেই বুঝি মারা হতো?

বসন্ত।—ওরে হতভাগা! বিনা অপরাধে কি কেউ কারে মেরে থাকে? তুই কি অপরাধ কোরেছিলি, যে, তোকে অমন কোরে মাল্লেম?

কৃষ্ণ।—অপরাধ এই, আমি কেবল বোলেছিলেম, গিন্নী-ঠাকৃরুণ ডাক্‌ছেন, খেতে আসুন।

বসন্ত।—এ কথায় কি কেউ কারে মেরে থাকেরে পাগল?

কৃষ্ণ।—আজ্ঞা হাঁ, এখন পাগল বোল্‌বেন বৈ কি।

বসন্ত।—তুই ও কি আকাশ ফোঁড়া কথা বোল্‌ছিস? দূর হোক্, সে যাক্, এখন দাসীকে ডেকে দরজাটা খোলা।

কৃষ্ণ।—(দ্বারের নিকট গিয়া) ও সরলা, সরলা! ওরে বাবু এসেছেন, দরজাটা খুলে দে।

নেপথ্যে।—তুমি কে হে?

কৃষ্ণ।—আমি কৃষ্ণদাস।

নেপথ্যে।—আবার কৃষ্ণদাস কে ? আমিই ত এক কৃষ্ণদাস এখানে রয়েছি, আবার কৃষ্ণদাস কে ?

কৃষ্ণ।—তুই কোথাকার কৃষ্ণদাস রে ? একবার দরজাটা খোল্ ত দেখি, তুই কোথাকার কৃষ্ণদাস।

নেপথ্যে।—দেখ্‌বি আর কি ? আমি কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণ।—মর বেটা, তবু বলে কৃষ্ণদাস। বেটা জোচ্চোর না কি ?

নেপথ্যে।—দূর বেটা, আমি জোচ্চোর, না তুই ?

কৃষ্ণ।—আ মোলো! দরজাটা একবার খোল্ না, দেখি, তুই কে ? ভাল আপদ ! কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বোস্‌লো। (উচ্চৈঃস্বরে) ভাল চাস্ ত দরজা খোল্।

নেপথ্যে।—যা যা যা! আর দরজা খোলে না।

কৃষ্ণ।—কি আপদ! বাবু পথে দাঁড়িয়ে রইলেন, ও বেটা দরজা খোলে না। (সক্রোধে দ্বারে করাঘাত) খোল্ খোল্।

নেপথ্যে।—(রোষ ভরে) বাবু ত বাড়ীর ভিতর রয়েছেন, তুই বেটা কোথা থেকে মত্তে এলি ?

কৃষ্ণ।—ভালরে ভাল, তুই বেটা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বোস্‌লি ? রাস্তায় রইলেন বাবু, শালা বলে বাড়ীর ভিতর আছেন, ভাল গেরো ! (বসন্তকুমারের প্রতি) মশাই, একজন কে বাড়ীর ভিতর রয়েছে, দরজা খুল্‌তে বোল্লে খোলে না, বলে বাবু বাড়ীর ভিতর, আর আমাকে ত যা ইচ্ছা তাই বোলে গালাগালি দিচ্চে, আবার বলে, আমি কৃষ্ণদাস। এখন করি কি ?

(উভয়ের কলহ শ্রবণ করিয়া নেপথ্য হইতে অন্যস্বর)

কেরে দোর খোল্, দোর খোল্ বোলে রাস্তায় গোলমাল কোচ্চে ?

কৃষ্ণ।—ওগো আমি গো আমি, আমি কৃষ্ণদাস, গলার স্বরে বুঝ্‌তে পাচ্চো না ? দরজাটা একবার খোলো ত।

নেপথ্যে।—আমাদের সে ত বাড়ীর ভিতর, তুমি কে গা ?

কৃষ্ণ।—আরে কপাট খুলে দেখই না আমি কে ?

নেপথ্যে।—আ মোলো ! কোথাকার একটা মাতাল মোত্তে এসেছে ! দূর দূর ! আমরা দোর খুল্‌বো না।

বণিক।—ওহে বসন্ত বাবু ! এ ব্যাপারটা দেখ্‌ছি বড় ভাল নয়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর ঢলাঢলি কোরে কাজ নাই, পাঁচ জনে শুন্‌লে এখনি একটা কলঙ্ক রটাবে। এখন তুমি আমার বাড়ীতে চলো, সেইখানেই এখন আহার হবে, পশ্চাৎ যা হয়, তার একটা বিবেচনা কোরো।

বসন্ত।—সেই কথাই ভাল, রাস্তায় আর গোল্‌মাল কর্‌বার প্রয়োজন করে না। ওরে কৃষ্ণদাস ! এখন তবে আয়, আর গোল্‌মাল কোরে কাজ নাই. পরে যা হয়, তার একটা পরামর্শ স্থির করা যাবে।

কৃষ্ণ।—(ক্ষুণ্ণ মনে) চলুন যাই, কিন্তু সরলার কাছে কে এক ব্যাটা রয়ে গেল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(নিজ ভৃত্যের সহিত কনিষ্ঠ বসন্তকুমারের প্রবেশ।)

বসন্ত।—ওরে কৃষ্ণদাস! এ তো বড় চমৎকার দেশ দেখ্‌তে পাই। এই ভদ্রলোকটা আমাকে ভগ্নীপতি বোলে ওর ভগ্নীদের কাছে নিয়ে গেল। স্ত্রীলোক দুটোর সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নাই, কস্মিন্‌কালে চেনা পরিচয়ও নাই, তারাও দিব্বি কোরে আহার করালে! আবার বড়টা বলে কি, তুমি আমার স্বামী!

কৃষ্ণ।—তাই ত মশাই, আমিও ঐ দায়ে পোড়েছিলেম।

বসন্ত।—তবে একটা কথা কি, ঐ ছোটটী,—দূর হোক্, ও কথা আর মনে কোরে কাজ নাই, একে ত দেখ্‌ছি, এখানকার সকলেই যেন কুহকী, এদের ভাবভক্তি কিছুই বুঝা যায় না, আবার কি শেষ একটা হিতে বিপরীত হবে? এখন এদেশ থেকে পালাই চল, এখানে আর থাকা নয়। তুই শীঘ্র একখানা নৌকা ভাড়া কোর্‌গে যা, আজই এদেশ থেকে যেতে হবে। যে কাজের জন্যে এখানে এলেম, তার ত কিছুই হলো না, তবে আর মিছে কেন বিদেশে থাকি?

কৃষ্ণ।—আজ্ঞা, এ জাদুকরের দেশ, এদেশ থেকে পালানই ভাল, কি জানি, কোন্ সময় কি বিপদ ঘোট্‌বে,

তা কে বোল্‌তে পারে? এই দেখুন না কেন, ওদের সেই সরলা দাসীটে আমাকেও স্বামী বোলে ডেকে কত রকম যে রঙ্গ ভঙ্গ কোল্লে, তা আর আপনাকে কি বোল্‌বো। এখন যাই, একখানা নৌকা ভাড়া কর্‌বার চেষ্টা দেখিগে।

[কৃষ্ণদাসের প্রস্থান।

বসন্ত।—(স্বগত) এদেশ থেকে যাবো বটে, কিন্তু ঐ ছোটটী, যে আমার সঙ্গে এতক্ষণ হাস্য পরিহাস কোল্লে, তার কি চমৎকার রূপ! এমন রূপবতী রমণী ত কখনো আমার নয়নগোচর হয় নি। বোধ হয়, বিধাতা সেই রমণী-রত্ন স্বজন কোরে নিজেই তার রূপে মোহিত হয়েছিলেন। আবার যেমনি রূপ, তেমনি গুণ, কথাগুলি যেন অমৃত মাখা, শুন্‌লে তাপিত হৃদয়ও শীতল হয়। এমন গুণবতী রমণীর সহবাস যে না কোরেছে, তার জীবনই বৃথা! এক একবার মনে হয় যে, তাকে বিবাহ করি, আবার ভয়ও হয়, কেন না, এরা যে মায়াবিনী, ডাকিনীর মতন মায়াবলে কি একটা বিপরীত ঘটাবে! তা দূর হোক্, ও আশা ত্যাগ করাই ভাল।

(স্বরূপের প্রবেশ।)

স্বরূপ।—মহাশয়! আপনি যে হারের কথা আমাকে বোলেছিলেন, তা এই এনেছি।

বসন্ত।—আমি তোমায় আবার কখন হার আন্‌তে বোল্লেম?

স্বরূপ।—কখন কি বাবু? এই ঘণ্টা দুই হলো, পথে

আস্‌তে আস্‌তে বোল্লেন, আমার স্ত্রীর এক ছড়া হারের প্রয়োজন আছে, শীঘ্র প্রস্তুত কোরে আনো।

বসন্ত।—বিলক্ষণ! তোমার সঙ্গে আমার কোন্ কালে আলাপ পরিচয় আছে যে, হার আন্‌তে বোল্লেম? আর এখানে আমার স্ত্রীই বা কোথায়? এই ত ঘণ্টা কয়েক হলো, এ দেশে এসেছি, এরি মধ্যে আমার স্ত্রী পেলে কোথায়?

স্বরূপ।—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) বটে বটে! এর মধ্যে বিদেশী হলেন কবে? আমাদের সঙ্গেও পরিহাস? আপনার সঙ্গে তখন যে ভদ্রলোকটী ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন যে, হার আন্‌তে বোলেছিলেন কি না? এখন এই হার নিন্। (হার প্রদান।)

বসন্ত।—আরে, না না, আমার হারের প্রয়োজন নাই, তোমার হার তুমি নিয়ে যাও।

স্বরূপ।—সে কি মশাই? এত পরিশ্রম কোরে পরিষ্কার কোরে আন্‌লেম, এখন ও কথা বোল্লে কি হবে?

বসন্ত।—বেস! তুমি ত ভাল লোক দেখ্‌তে পাই! জোর কোরে জিনিষ গোছিয়ে দাও যে! তোমার জিনিষ তুমি ফিরিয়ে নাও, নতুবা এর মূল্য পাবে না।

স্বরূপ।—ভাল, সে কথা পরে হবে, এখন ত হার নিয়ে যান। (গমনোদ্যত)

বসন্ত।—(মৃদু স্বরে) ভাল গ্রহ! অকারণ এক ছড়া হার গলায় ফেলে দিলে, ফিরিয়ে দিতে চাইলেম, নিতে

চায় না। পরের জিনিষই বা কেমন কোরে নিই? (প্রকাশ্যে) ওহে বাপু! দিলে দিলে, এখন এর মূল্য নিয়ে যাও।

স্বরূপ।—আমি এখন একটা বিশেষ কর্ম্মে যাচ্চি, এখন থাক্, এর পর তখন আপনার বাড়ী গিয়ে দাম আন্‌বো।

বসন্ত।—ওহে, সত্য বোল্‌ছি, আমি এ দেশের মানুষ নই। ভাল চাও ত এই বেলা টাকা নাও, নতুবা এর পর আমাকে দেখ্‌তেই পাবে না, শেষে টাকার জন্যে আক্ষেপ কোত্তে হবে।

স্বরূপ।—আচ্ছা মহাশয়, হয় হবে;—আপনি হার নিয়ে যান, আমি চোল্লেম।

[স্বরূপের প্রস্থান।

বসন্ত।—(স্বগত) যা ভেবেছিলেম, তাই পাকে প্রকারে ঘোট্‌ছে। এমন আশ্চর্য্য দেশও কখনো দেখি নি, মেয়ে পুরুষে সমান,—সকলেই গায়ে পড়া! এই ওদের বাড়ীর বৌটা আমাকে স্বামী বোলে নানাবিধ প্রকারে আহার করালে। মরুক্, তা যেন হলোই, আবার এই এক কাণ্ড দেখ! এই স্বর্ণকারটার সঙ্গে কস্মিনকালেও আমার আলাপ পরিচয় নাই, ও কি না, না বলা না কওয়া, জোর কোরে এক ছড়া সোণার হার গোছিয়ে দে গেল! এ দেশের লোকের যে কিরূপ প্রকৃতি, তা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি; কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ এক এক কাণ্ড কোরে বসে! যা হোক, স্বর্ণকারটা যে, হার দিয়ে পালালো,

তার উপায় কি করি? সে যে কোথায় থাকে, তাও ত জানি নি যে, সেখানে গিয়ে হার ছড়াটা ফিরিয়ে দিব। বিনা মূল্যে পরের দ্রব্য গ্রহণ করা ত এক অধর্ম্ম, বিশেষ রাজদণ্ডেরও সম্ভাবনা। ভাল, একবার তার অন্বেষণই করি গে, যদি কোনো সন্ধান পাই, দেখা হয়, ভালই, নতুবা আমি আর কি কোর্‌বো? আমার মনে ত কোনো অধর্ম্ম নাই, আর প্রতারণা কর্‌বারও ইচ্ছা নয়, তা এর বিচার ঈশ্বর কোর্‌বেন। এ ত ভাল চমৎকার দেশ! এদেশে আর থাকা নয়, এখনই প্রস্থান করা কর্ত্তব্য।

[বসন্তকুমারের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(কীর্ত্তিধর, স্বরূপ ও রণবীরসিংহের প্রবেশ।)

কীর্ত্তি।—(স্বরূপের প্রতি) আমার ঋণ পরিশোধ কোল্লে না কেন, সেই জন্যেই ত তোমাকে জেলদারোগার হাতে দিলেম, এখনো বোল্‌ছি, ভাল চাও ত আমার ঋণ পরিশোধ করো, নতুবা তোমায় কারাগারে যেতে হবে।

স্বরূপ।—বসন্ত বাবুকে আজ্ এক ছড়া সোণার হার বেচেছি, সেই টাকা তাঁর কাছে পাওনা আছে, সেখানে চলুন, এখনি টাকা দিব, আপনার দেনা পরিশোধ হয়েও আরো বাঁচ্‌বে, এত টাকা তাঁর কাছে আমার পাওনা।

(ভৃত্যের সহিত জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের প্রবেশ।)

রণ।—(স্বরূপের প্রতি) ওহে, তুমি যাঁর কাছে যেতে চাচ্ছিলে, তিনি ত এই উপস্থিত।

বসন্ত।—(কৃষ্ণদাসের প্রতি) তুই একগাছা দড়ী কিনে নিয়ে যা, যেমন আমারে আজ দোর খুলে দেয় নি, তেমনি আজ তারে বেঁধে ভাল কোরে শাস্তি দিতে হবে।

কৃষ্ণ।—যে আজ্ঞা।

[জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাসের প্রস্থান।

স্বরূপ।—আঃ! বাঁচ্‌লেম! এখন বিপদ থেকে পরিত্রাণ

হবার উপায় হলো। (বসন্তকুমারের প্রতি) দেখুন মহাশয়, এই ত বিপদে পোড়েছি, এখন হারের দামটা দিন্, এই সওদাগর মহাশয়ের দেনা পরিশোধ কোরে নিস্তার পাই।

বসন্ত।—হার প্রস্তুত হয়েছে? তবে আমার স্ত্রীকে দিয়ে তার কাছ থেকেই টাকা নাও গে।

স্বরূপ।—সেখান থেকে টাকা নিব কি মহাশয়? আপনাকে জিনিষ দিয়েছি, আপনিই টাকা দিন।

বসন্ত।—তুমি ত বেস্ লোক হে! আমাকে কখন দিলে?

স্বরূপ।—এ সময় তামাসা রেখে দিন মহাশয়! ও অন্য সময়ে কোর্বেন। এখন টাকাগুলি দিন্, আমি জেল-দারোগার হাত থেকে পরিত্রাণ পাই।

বসন্ত।—(ঈষৎক্রোধে) তুই ত ভাল লোক দেখ্তে পাই: মিথ্যা মিথ্যা একজনকে দায়ে ফেলিস্ যে! কখন তুই আমাকে হার দিলি যে, আমি টাকা দিব?

স্বরূপ।—দিবেন না মহাশয়? (দারোগার প্রতি) এই দেখুন, ইনি আমার জিনিষ নিয়ে টাকা দিতে চান না, এখন আপনার যা উচিত হয়, তাই করুন।

রণ।—কি গো বাবু! সেক্রার টাকা দিতে চাও না কেন?

বসন্ত।—আরে, আমি ওর কিছুই ধারি নি, ও আমার কাছে কিছুই পাবে না, কিসের টাকা?

রণ।—দেখ বাবু! আমি অত শত কিছু বুঝি নি, সেক্‌রার দাবীতে তোমাকে আবদ্ধ কোল্লেম। (বসন্ত-কুমারের হস্ত ধারণ) এখন চল, রাজার কাছে চল, যা কিছু তোমার বল্‌বার আছে, তাঁর কাছে বোলো, তিনিই এর উচিত বিচার কোর্‌বেন।

বসন্ত।—আমার হাত ছেড়ে দাও, আমি পালাবো না, দিব্য কোরে বোল্‌ছি, পালাবো না, তোমার সঙ্গেই যাব। (দারোগার হস্ত ত্যাগ, স্বরূপের প্রতি) তুই যেমন আমাকে বিনা অপরাধে আবদ্ধ করালি, তেমনি আমিও রাজার কাছে এর বিচার তুলে তোর কি দশা করি, তখনি দেখিস্, আমি কি রকম লোক, তখন জান্‌বি, তোর দোকানে যা কিছু সোণা রূপা আছে, সে সমস্তই সেই বিচারের ব্যয়ে উচ্ছিন্ন কোর্‌বো, তবে জান্‌বি, আমার নাম বসন্ত-কুমার।

স্বরূপ।—আচ্ছা, আমিও দেখ্‌বো, তুমি কি কোত্তে পার। বিচারে কার পক্ষে কি হয়, তখন দেখা যাবে।

(কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ।—(বসন্তকুমারের প্রতি) দেশে যাবেন বোলে যে, আমাকে নৌকা ভাড়া কোত্তে বোলেছিলেন, তা করা হয়েছে। এখন বাসার জিনিষপত্রগুলি তাতে তুলে দিই গে?

বসন্ত।—তুই ও কি কথা বোল্‌ছিস্? তোকে না একগাছা দড়ী কিনে আন্‌তে বোল্লেম?

কৃষ্ণ।—দড়ী কিন্‌তে আমায় আবার কখন বোল্লেন? নৌকা ভাড়া কোত্তেই ত বোলেছিলেন।

বসন্ত।—তুই কি রকমের লোক রে? তোর মতন নির্ব্বোধ ত ব্রহ্মাণ্ডে দেখি নি। তোকে এক কাজ কোত্তে বোল্লে, তুই আর এক কাজ কোরে বোসিস্। বেটা তোকে বোল্লেম কি, তুই কোরে এলি কি?

কৃষ্ণ।—মশাই! আপনি যা বোলেছেন, আমি তাই কোরে এসেচি।

বসন্ত।—তবুও বলে আমি তাই কোরে এসেছি। বেটা আমার মাথা আর মুণ্ডু কোরে এসেছিস্। এখন এক কর্ম্ম কর্, এই বাক্সের চাবিটে নিয়ে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে আয়। (চাবি প্রদান) আমি দারোগার সঙ্গে রাজবাড়ী চোল্লেম।

[কীর্ত্তিধর, স্বরূপ, বসন্তকুমার ও রণবীরসিংহের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—(স্বগত) স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা আন্‌তে ত বাবু চাবি দিলেন। এ দেশে এঁর স্ত্রীই বা কোথা, আর যাই-ই বা কার কাছে? (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) আজ যাদের বাড়ীতে আহার কোরেছিলেন, বোধ হয় সেই খানেই যেতে বোল্লেন। তা যাই, কিন্তু তাদের দাসীটে আবার আমায় ভাতার ভাতার বোলে টানাটানি না করে। সেও এক বিষম জ্বালা, কি করি, যেতে হলো। এ দেশটায় এসে ভাল দায়েই পোড়েছি যা হোক্।

[কৃষ্ণদাসের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের বাটী)

পদ্মাবতী ও লজ্জাবতী আসীনা।

পদ্মা।—লজ্জাবতি! তখন সে তোমায় কি বোল্‌ছিল? তুমি " ছি ছি ওকি ভাই! " বোলে জড়সড় হয়ে মুখ হেঁট কোচ্ছিলে, আমি ও ঘরের জান্‌লা থেকে সব দেখ্‌তে পেয়েছিলেম। কেন, তোমায় কিছু মন্দকথা বোল্‌ছিল নাকি?

লজ্জা।—(সলজ্জায় ঈষৎ হাস্য করিয়া) না দিদি, এমন কিছু নয়, তবে কিনা, সে সময় বসন্তবাবু দুএকটা অন্যায় রকম ঠাট্টা তামাসা কোচ্ছিলেন, তা—

পদ্মা।—তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। মুখে আগুন তাঁর, মোত্তে আর ঠাঁই পেলেন না, আমার ছেলে মানুষ বোন, তার সঙ্গে ন্যাক্‌রা কোত্তে গেছ্‌লেন। আসুগ আগে, আজ ভাল কোরে তামাসা দেখাবো, দিনরাত বাইরে বাইরে বেড়িয়ে কি তাঁর আশ মেটে না? মরণ আর কি! যেমন তোমার সঙ্গে বাঁদরামো কোত্তে গেছ্‌লো, অমনি দুটো মেয়েনাথি মুখে মাত্তে হয়, তা হলেই রোগের মতন ওষুধ হতো।

(কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণ।—(পদ্মাবতীর প্রতি) ঠাক্‌রুণ! বাবু এই চাবি

দিলেন, তাঁর বাক্স খুলে এক হাজার টাকা আমায় এনে দিন।

পদ্মা।—টাকা কেন রে?

কৃষ্ণ।—কে জানে বাবু, তা আমি জানি নি। তবে পথে আস্‌তে আস্‌তে একজনের মুখে শুন্‌লেম যে, কে একজন সেক্‌রা একছড়া হারের দাবি দিয়ে তাঁকে কয়েদ কোরিয়েছে। এতক্ষণ বুঝি রাজার কাছে নিয়ে গেল।

পদ্মা।—শুন্‌লি লজ্জাবতী, শুন্‌লি, আমি যা বলি তা সত্য কিনা, ঐ দেখ্‌না, কোন্ মেয়ে মানুষকে একছড়া হার কিনে দিয়েছিল, সেই টাকার জন্যে ধোরেছে। এখন ঐ চাবিটা নিয়ে বাক্স খুলে টাকা দাওগে।

[চাবি লইয়া লজ্জাবতীর প্রস্থান।

পদ্মা।—হেঁরে কৃষ্ণদাস! কার জন্যে হার কিনেছিল, তুই জানিস্?

কৃষ্ণ।—না, আমি তা জানি নি। বোধ হয়, আপনার জন্যেই নিয়ে থাক্‌বেন।

পদ্মা।—কৈ, আমাকে ত দেয় নি?

কৃষ্ণ।—তা আমি কি জানি বাপু, সে আপনি জানেন, আর তিনিই জানেন।

(লজ্জাবতীর প্রবেশ)

লজ্জা।—এই নে, এই হাজার টাকার নোটখানা আর চাবি নে। (কৃষ্ণদাসকে নোট আর চাবি প্রদান)।

[কৃষ্ণদাসের প্রস্থান।

পদ্মা।—লজ্জাবতি! আমি যা ভেবেছিলেম, তাই ঘোটেছে, কৃষ্ণদাসের মুখে সব শুন্‌লেম।

লজ্জা।—সে কি বোল্লে দিদি?

পদ্মা।—বোল্লে কি, আমার জন্যে হার কিনেছিল। তা কৈ? আমাকে ত দেয় নি, বোধ হয় আর কোনো মেয়ে মানুষকে দিয়ে থাক্‌বে।

লজ্জা।— না দিদি, তোমার জন্যেই কিনেছেন, এর পর দিবেন এখন।

পদ্মা।—তুইও যেমন বোন! আমার জন্যে কিনে-ছেন। তার স্বভাব কি এখনও বুঝতে পারো নি? তোমার সঙ্গে তখন অমন কোচ্ছিল কেন, স্বভাবের দোষ না?

লজ্জা।—তা কেমন কোরে জান্‌বো দিদি, যদি শালী বোলেই তামাসা কোরে থাকেন।

পদ্মা।—তুমি ছেলে মানুষ, ও ড্যাক্‌রাদের মায়া ত বুঝ্‌তে পারো না, পাঁচ দিন অমনি তামাসা কোত্তে কোত্তে এক দিন—

লজ্জা।—(লজ্জাবনত বদনে) ছি! অবাক! ওকি ভাই! ছি! ও কি রকমের তামাসা ভাই?

পদ্মা।—দূর হোক্, সে যাক্, এখন চলো, একজন লোক পাঠিয়ে সন্ধান নিইগে, দেখি কি হলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(কনিষ্ঠ বসন্তকুমারের প্রবেশ)

বসন্ত।—(স্বগত) যে উদ্দেশে এখানে এলেম, তার ত কিছুই হলো না। আবার এদেশটীও এমনি চমৎকার, কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, কারো সঙ্গে কোনো আলাপ পরিচয় নাই, অথচ বিনা প্রার্থনায় কেউ অলঙ্কার দিচ্চে, কেউ ভগ্নীপতি বোলে বাড়ীতে নিয়ে যাচ্চে, আর কেউ বা স্বামী বোলে যত্ন কোরে আহারও করাচ্চে। আবার এক চমৎকার ব্যাপার! এদেশে এসে পর্য্যন্ত চাকর বেটাও কেমন এক রকম হয়ে গেছে, কি বোল্‌তে কি বলে, কিছুই বুঝা যায় না।

(কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণ।—(সবিস্ময়ে) এ কি মশাই! খালাস পেলেন কেমন কোরে? তারা কি টাকা না নিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিলে? এখন এই টাকা এনেছি, কি কোর্‌বো তা বলুন, তাদের কি ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌বো?

বসন্ত।—তোকে টাকা আন্‌তে কে বোলেছিল? তুই কার টাকা কোথা থেকে নিয়ে এলি?

কৃষ্ণ।—এই মাত্র যে সেক্‌রার টাকা দেবার জন্যে দারোগা আপনাকে ধোরেছিল, তার সাক্ষাতে আমাকে

এই চাবিটা দিয়ে বোল্লেন যে, আমার স্ত্রীর কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে আয়। তাই আমি নিয়ে এলেম।

বসন্ত। সে কি রে? আমায় আবার দারোগা কখন ধোল্লে যে, তোকে টাকা আন্‌তে বোল্লেম? এই দেখ, বেটা এক কাণ্ড বাধিয়ে বোসেছে! কোথা থেকে কার টাকা এনে উপস্থিত কোল্লে! আর কিছু নয় দেখ্‌ছি, তুই বেটা একটা বিপদ ঘটাবি। তোকে না একখানা নৌকা ভাড়া কোত্তে বোলেছিলেম?

কৃষ্ণ।—তা ত অনেক্ষণ করা হয়েছে; সেই যে তখন আপনাকে বোলেছিলেম, তাতে আপনি রাগ কোরে উঠ্‌লেন, তোকে দড়ী কিনে আন্‌তে বোল্লেম, তুই নৌকা ভাড়া কোরে আন্‌লি কেন? যা হোক্ মশাই, আপনি যে কখন কি বলেন, তার ত কিছুই ঠিকানা পাই নি।

বসন্ত।—এ রোগের ঔষধ কি বল দেখি! তোর সঙ্গে আবার আমার কখন দেখা হলো যে, এ সব কথা বোল্লেম? দূর বেটা পাগল!

কৃষ্ণ।—মশাই আমিই পাগল বটে।

বসন্ত।—তা বই কি! এই ত কার চাবি এনেছিস্।

কৃষ্ণ।—চাবি ত আপনিই দিয়েছেন।

বসন্ত।—তুই বেটা সুধু পাগল নোস্, বদ্ধ পাগল। কোথা থেকে কার একটা চাবি নিয়ে এলি। কৈ দেখি, কার চাবি?

কৃষ্ণ।—এই দেখুন। (চাবি প্রদান)

বসন্ত।—এ ত আমার চাবি নয়।

কৃষ্ণ।—সে কি মশাই? আপনিই ত আমাকে দিলেন।

বসন্ত।—দূর বেটা, কি বলে, কি করে, দূর বেটা পাগল!

(তিলোত্তমার প্রবেশ)

তিলো।—(বসন্তকুমারের প্রতি) কি গো বাবু! সে দিন আমার নাচ দেখে খুসি হয়ে বোলেছিলেন, তোমাকে এক ছড়া সোনার হার দিব, তা কৈ? দিলেন না?

বসন্ত।—কোথায় আবার তোমার নাচ দেখলেম, আর কখনি বা তোমাকে হার দিতে স্বীকার কোরেছি?

তিলো।—কেন? আমার বাড়ীতে।

বসন্ত।—তুমি কে গো? তোমাকে ত আমি চিনিই না।

তিলো।—সে কি মশাই! আপনি যে অবাক্ কোল্লেন। আমাকে চিনেন না? আমার বাড়ীতে আপনি যান নি? আমি একটী আংটী পর্য্যন্ত আপনাকে দিলেম, সে সকলি একেবারে ভুলে গেলেন?

বসন্ত।—তুমি আবার কখন আমায় আংটী দিলে? আমি ত কস্মিন্‌কালেও তোমার বাড়ীতে যাই নি। (ভৃত্যের প্রতি) ওরে কৃষ্ণদাস! আর এখানে থাকা নয়, এই দেখ আর একটা মায়াবিনী এসে উপস্থিত হলো! বলে, তুমি আমার আংটী নিয়েছো, নাচ্ দেখেছ, হার দিব

বোলেছিলে, এত বিষম মায়াবীর দেশ দেখ্‌তে পাই! এখানকার মেয়ে পুরুষ সকলেই সমান! এখনই পলাই চল, অবশেষে কি প্রাণটা হারাবো।

[দ্রুতগতি উভয়ের প্রস্থান।

তিলো।—(স্বগত) বসন্ত বাবুর এরূপ ভাব কেন? ঠিক যেন পাগলের মতন হয়েছেন। হবেও বা, মানুষের শরীরের ভাব কখন যেকি হয়, তা কিছুই বলা যায় না, সে যা হোক্, লাভে হতে দেখ্‌ছি, আমার আংটীটে গেল, গেল, তা আর কি কোর্‌বো, এখন ওঁর স্ত্রীকে বলিগে বদ্দি টদ্দি ডেকে চিকিৎসা করান।

[তিলোত্তমার প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমার ও রণবীর সিংহের প্রবেশ।)

বসন্ত।—রণবীর সিং! তুমি কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করো, চাকর বেটা এখনি টাকা নিয়ে আস্‌বে।

(জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাসের প্রবেশ।)

এই যে এসেছে! আঃ বাঁচ্‌লেম! (কৃষ্ণদাসের প্রতি) ওরে, এই দারোগা মহাশয়কে টাকা দে।

কৃষ্ণ।—টাকা কি মশাই! সুদ্ধ এই ক আনার পয়সা

বেঁচেছে, আর এই দড়ী এনেছি। দেখুন, এতে হবে তো?

বসন্ত।—দড়ী কিরে? তোকে যে এক হাজার টাকা আন্‌তে বোল্লেম। তা কৈ?

কৃষ্ণ।—টাকা আন্‌তে কখন বোল্লেন মশাই? দড়ীই ত আন্‌তে বোলেছিলেন।

বসন্ত।—হা হতভাগা! এই মাত্র যে তোকে টাকার কথা বোলেছিলেম, তুই টাকা না এনে একগাছা দড়ী এনে উপস্থিত কোল্লি কেন?

কৃষ্ণ।—মা ঠাক্‌রুণকে বাঁধ্‌বেন বোলে দড়ীই ত আন্‌তে বোলেছিলেন।

বসন্ত।—বেটা, সে ত অনেকক্ষণ বোলেছি, তার পর যে টাকা আন্‌তে বোল্লেম। হা হতভাগা! এখন বল্‌ দেখি, এ দায় থেকে কেমন কোরে মুক্তি পাই! তুই সে টাকা নিয়ে কি কোল্লি? সুদ্ধ কি দড়ীই কিনে আন্‌লি?

কৃষ্ণ।—আজ্ঞা হাঁ।

বসন্ত।—তোর মতন গোমূর্খ আর ত্রিভুবনে নাই। উঃ! ইচ্ছা হোচ্চে বেটাকে মেরে হাড়গোড় চূর্ণ কোরে ফেলি। (চপেটাঘাত)

কৃষ্ণ।—মারুন, আর কি বোল্‌বো; আমি কেবল আপনার মার খেতেই আছি বৈ তো নয়। সাধে কি বলি, আজ কাল কেমন কেমন হয়েছেন।

বসন্ত।—ফের বেটা আমাকে পাগল বোল্‌ছিস্!

রোস্, ভাল কোরে তোকে শিক্ষা দিচ্চি। (মারিতে হস্ত উত্তোলন)

রণ।—(বসন্তকুমারকে বাধা দিয়া) চাকরকে আর মাল্লে কি হবে,—এখন আপনি যাতে এ দায় হোতে মুক্তি পান, তার উপায় করুন।

(মদন, তিলোত্তমা এবং নিবারণ কণ্ঠাভরণের প্রবেশ।)

মদন।—(বসন্তকুমারকে দেখিয়া) হ্যাঁ, বটেই তো! তিলোত্তমা! তুমি যা বোলেছিলে, সত্যই বটে। এই ত চাউনিতেই বোধ হোচ্চে। (চিকিৎসকের প্রতি) কবিরাজ মহাশয়! ঐ দেখুন, এখন আরাম কোত্তে পার্‌বেন তো?

নিবা।—আমার কাজই এই, তা পার্‌বো না কেন? এই বয়সে কতশত উদরী, মহাব্যাধি, পক্ষাঘাত আরাম কোরে ফেল্লেম। তা এ ত অতি সামান্য বায়ুরোগ, এ আর আরাম কোত্তে পার্‌বো না? তার জন্যে চিন্তা নাই। (বসন্তকুমারের প্রতি) আসুন ত একবার আপনার হাতটা দেখি।

বসন্ত।—আমার কি হয়েছে যে, আপনি আমার হাত দেখ্‌বেন?

নিবা।—আপনার কি পীড়া হয়েছে না?

বসন্ত।—বিলক্ষণ! এ কথা তোমাকে কে বোল্লে?

নিবা।—আপনার শ্যালকই ত বোল্লেন। তা হয়েছে হয়েছে, চিন্তা কি? ঔষধ সেবন কোল্লেই আরাম হবেন এখন।

বসন্ত।—যাও যাও, মিছামিছি উৎপাত কোরো না। কতকগুলো ধুচুনি টুপিওয়ালা সেপায়ের মতন বাক্সো ভরা শিশি ঘাড়ে কোরে চিকিৎসা কোত্তে এসেছেন, কলসী দুই জল খাইয়ে দিন, শেষ প্রস্রাব কোরে কোরে মরি আর কি!

নিবা।—ও! সত্যই তো বায়ুগ্রস্ত।

বসন্ত।—কিসে?

নিবা।—এই তুমি যখন আমাকে দেখেই এত বিরক্ত হোচ্চো, আর ঔষধও খেতে চাচ্চো না, তখন আর বাকীটা থাক্‌ছে কি? এতেই ত বোধ হোচ্চে।

বসন্ত।—ভাল ভাল, তুমি এখন যাও।

মদন।—তুমি কবিরাজের সঙ্গে ঝক্‌ড়া কোচ্চো কি, সত্যই তো পাগলের মতন হয়েছ বটে। কথার স্থির নাই, সত্যই ত পাগল হয়েছ।

বসন্ত।—বেশ দেখ্‌তে পাই, তুমিও যে কবিরাজের লেজ ধোরেছ।

মদন।—হুঁঃ! আবার রসিকতাও করা আছে। ভাল, এই তিলোত্তমাকে তখন কি বোলেছিলে?

বসন্ত।—কখন কি বোলেছিলেম? ওর সঙ্গে ত আমার এই মাত্র দেখা।

মদন।—বটে, হার দিতে চেয়ে, আবার বোলেছ না কি কবে দিতে চেয়েছি?

বসন্ত।—এ কথা কখন বোল্লেম?

তিলো।—বলেন নি? এই কতক্ষণ বোলেছেন যে।

মদন।—এখন বুঝ দেখি, এ সব পাগলের কথা কি সহজ মানুষের কথা?

বসন্ত।—(সরোষে) ভাল ভাল, তোমার জ্যেঠামো রেখে দাও, ঠাকুরদাদার মতন বোঝাতে এলেন, পাগল হয়েছি, না ঢেঁকী হয়েছি।

মদন।—(কৃষ্ণদাসের প্রতি) তুই যে মনিবকে খালাস কর্‌বার জন্যে বাড়ী থেকে টাকা আন্‌লি, তা ত সবই কোরেছিস্, এখন সে টাকা কৈ?

কৃষ্ণ।—সে কেমন কথা মশাই! আমি কখন টাকা আন্‌লেম?

মদন।—শুন্‌লেম, এই কতক্ষণ যে তুই হাজার টাকা নিয়ে এলি। তোকেও ত ভাল বোধ হোচ্চে না। হরি-বোল হরি! চাকর মনিব দুজনেই এক রোগে গেছিস্?
(বিমর্ষভাবে চিন্তা;—কয়েক জন প্রহরীর প্রবেশ)

মদন।—(স্বগত) এইবার বেশ হয়েছে! এখন এদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার উপায় হলো। (প্রহরীর প্রতি) ওহে! তোমরা এক কর্ম্ম করো। আমার ভগ্নীপতি আর এই চাকর বেটাকে ধোরে আমার বাড়ীতে নিয়ে চলো, এরা দুজনেই পাগল হয়েছে। (দারোগার প্রতি) দারোগা! তুমি আমার সঙ্গে এসো, সেক্‌রার টাকা এখনি চুকিয়ে দিচ্চি। ওঁকে ধোরে রাখ্‌লে আর কি হবে, দেখ্‌ছেন তো ওঁর কি দশা ঘোটেছে।

রণ।—আচ্ছা চলো, আমার টাকা পেলেই হলো।

(বসন্তকুমার ও কৃষ্ণদাস প্রহরী দ্বারা ধৃত হওন)

বসন্ত।—(মদনের প্রতি সক্রোধে) দেখ, যেমন তুই আমাকে যোগ সাজোস কোরে এই ফ্যাঁসাতে ফেল্লি; তেমনি দেখিস্, সময় পেলে আমি তোর কি শাস্তি করি।

মদন।—ভাল, আগে ত রোগ থেকে মুক্ত হও, তার পর তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই কোরো।

[বসন্তকুমার ও কৃষ্ণদাসকে লইয়া প্রহরীদিগের প্রস্থান।

নিবা।—(মদনের প্রতি) তবে আর আমি এখানে কি কোর্‌বো ? এখন যাই, বৈকালে বাড়ীতে গিয়ে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

মদন।—সুতরাং তাই হবে।

[নিবারণ কণ্ঠাভরণের প্রস্থান।

মদন।—(দারোগার প্রতি) বসন্ত বাবু কার জন্যে হার নিয়েছিলেন তুমি জানো ?

রণ।—তা আমি জানি নি।

তিলো।—এই যে আমি বোল্লেম, শুন্‌তে পেলেন না ? আমাকে একছড়া হার দিবেন বোলেছিলেন, কিন্তু দেন নি।

মদন।—তবে সে হার ছড়াটা কাকে দিলেন ?

তিলো।—পাগলের মর্জ্জি, কারে দিয়েছেন, কি কোথায় ফেলেছেন, তার ঠিক কি ?

(কনিষ্ঠ বসন্তকুমার ও কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

মদন।—(উভয়কে দেখিয়া সচকিতে) একি ! ওরা

আবার এলো কেমন কোরে? (বসন্তকুমারের প্রতি) অ্যাঁ,—তুমি—অ্যাঁ—তাদের হাত থেকে পালিয়ে এলে কেমন কোরে? (দারোগার প্রতি) দারোগা মশাই! তুমি এদের ধরো, এখনি ধরো, তা নইলে আবার কোথায় পালাবে।

বসন্ত।—(কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া) (মদন ও রণবীরসিং ধরিতে উদ্যত) ওরে কৃষ্ণদাস! এ আবার কি? (মদনকে দেখাইয়া) ও আমাদের ধোত্তে চায় কেন?

কৃষ্ণ।—সেই বাবুটী, যাদের বাড়ীতে ওবেলা খেয়েছিলেন।

বসন্ত।—তা ত দেখ্‌তে পাচ্চি, তুই বেটা বুঝি ওদেরই টাকা এনেছিস, তাই ধোত্তে এসেছে, এক্ষন পালাই চল, ধোল্লে।

[ঊর্দ্ধশ্বাসে উভয়ের পলায়ন, তৎপশ্চাৎ ধর্ ধর্ করিয়া সকলের দ্রুতবেগে গমন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(কীর্ত্তিধর ও স্বরূপের প্রবেশ)

স্বরূপ।—বসন্ত বাবুর আচরণটা দেখ্‌লেন মহাশয়!

কীর্ত্তি!—তাই ত! একছড়া সামান্য হার নিয়ে অস্বীকার কোল্লেন কেন?

স্বরূপ।—দেখুন দেখি মহাশয়, কতদূর্ অন্যায়।

কীর্ত্তি।—অন্যায় তার আর সন্দেহ কি? কর্ম্মের উচিত ফলও ভোগ কোরেছেন, অপমানও হলেন, অবশেষে টাকাও দিতে হলো।

স্বরূপ।—কৈ মহাশয়, টাকা ত এ পর্য্যন্ত পাই নি।

কীর্ত্তি।—কেন, টাকা পাও নি কেন? দারোগাকে দিয়ে ধোরিয়ে দিলে, তাতেও কি তিনি টাকা দিলেন না? সে কি? চুপ্ করো হে চুপ্ করো; ঐ বুঝি তিনি আস্‌ছেন।

(ভৃত্যের সহিত কনিষ্ঠ বসন্তকুমারের প্রবেশ)

স্বরূপ।—ঐ দেখুন মহাশয়! সেই হার এখনো ওঁর গলায় রয়েছে। একবার আসুন না, দুই একটা মিষ্ট মিষ্ট ভৎর্সনা কোরে লজ্জা দেওয়া যাক্। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বসন্তকুমারের প্রতি) এই যে বাবু, সেই হার ছড়াটী

যে এখনো আপনার গলায় শোভা পাচ্চে ! ভদ্র লোকের কি এই রীত, পরের জিনিস্ নিয়ে অস্বীকার করা ? বড় মানুষ হয়ে আপনারাই যদি এমন ব্যাভার কোর্‌বেন, তবে আর সৎব্যাভার কোর্‌বে কে ? শুন্‌তে পাই আপনি এত বড় ধনী, মান্য সম্ভ্রান্ত, সামান্য এক ছড়া হার নিয়ে অস্বীকার করেন, মূল্য দিতে চান না, ছিঃ !

বসন্ত।—কখন আমি বোলেছিলেম, হার নিই নি, মূল্য দিবার জন্যে কত সাধ্য সাধনা কোল্লেম, তখন তুমি নিলে না, অথচ আমার এখন দুর্নাম কোচ্চো।

স্বরূপ।—সেতো একবার কথার কথা বোলেছিলেন, তার পর যে অস্বীকার কোল্লেন।

কীর্ত্তি।—সত্যই ত, আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

বসন্ত।—বেশ, তুমিও ত মন্দলোক নও, মিথ্যা কোরে একজনের অপবাদ দেও যে, গড়া পেটা না কি ? এ যে অতি ইতরের মতন কথা।

কীর্ত্তি।—মন্দ নয়, তুমি হার নিয়ে অস্বীকার কোরে ইতর হলে না, আর আমি হলেম ?

বসন্ত।—(ঈষৎক্রোধে) তুমি কি রকমের লোক হ্যা, খামোকা একজন ভদ্রলোকের গায়ে পোড়ে ঝগড়া করো ? তোমার মতন ত নষ্ট লোক আর দুটি দেখি নি।

কীর্ত্তি।—(সক্রোধে) বড় যে চড়া চড়া কথা ? জোচ্চুরী কোল্লেন উনি, আবার চোক রাঙানি দেখ। দূর বেটা জোচ্চোর।

বসন্ত।—(সক্রোধে) কি বলিস্‌রে বেটা পাজী! আমি জোচ্চোর? বেটা গুণ্ডাগিরী ফলাতে এসেছ? দেখ্‌ছিস্ তো, (অস্ত্র প্রদর্শন) এই এতেই তোর সব জারিজুরি ভাংবো।

কীর্ত্তি।—পাজী! হারামজাদ্! কি বোলিস্‌রে! তলোয়ার দেখাস্! তোর নিতান্ত আসন্ন কাল দেখ্‌ছি, তোকে এর উচিত প্রতিফল না দিয়ে ক্ষান্ত হবো না, তলোয়ার দেখাস্? (কোষ হইতে করবাল উন্মোচন করিতে উদ্যত)

(মদন ও কয়েকজন প্রহরীর প্রবেশ)

মদন।—হাঁ হাঁ, করেন কি? ওঁকে কিছু বোল্‌বেন না, উনি পাগল হয়েছেন। (প্রহরীদিগের প্রতি) তোমরা ওঁকে ধোরে আমার বাড়ীতে নিয়ে চলো।

কৃষ্ণ।—(বসন্তকুমারের প্রতি) মশাই! এ আবার কি উৎপাত ঘোটলো! স্বধু ধোত্তেই আসে যে! চলুন চলুন পালাই।

বসন্ত।—চল্ চল্, বিপদের উপর বিপদ, কি গ্রহই হয়েছে।

(ভৃত্যের সহিত বসন্তকুমারের
বেগে পলায়ন, অন্য সকলে
তৎপশ্চাৎ ধাবমান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দেবালয়ের সম্মুখস্থ পথ।

(এক দিক দিয়া কীর্ত্তিধর, মদন ও প্রহরীগণ এবং অপর দিক হইতে মায়াবতীর প্রবেশ।)

মায়া।—হ্যাঁ গা, তোমরা এখানে এত গোলমাল কোচ্চো কেন গা ?

মদন।—আমার ভগ্নীপতি পালিয়ে এসে এই দেবালয়ে লুকিয়েছেন, তাই তাঁকে ধর্‌বার জন্যে আমরা এসেছি।

মায়া।—কেন, তিনি কি কোরেছেন ?

মদন।—করেন নি কিছু, পাগল হয়ে পালিয়ে এসেছেন।

মায়া।—হঠাৎ পাগল হলেন কেন ? কোনরূপ কি উৎকট শোক পেয়েছেন ?

মদন।—তা কিছুই নয়।

মায়া।—তবে পাগল হলেন কেন ?

মদন।—তা তো জানি নি, তবে সর্ব্বদা অপর স্ত্রী-লোকের বাড়ী যেতেন, সেই জন্যে কখন কখন তাঁর স্ত্রী, কি আমি তিরস্কার কোত্তেম।

মায়া।—তবে এখন বুঝ্‌লেম, সকলের সাক্ষাতে কটু কথা বোলে অতিশয় তিরস্কার কোত্তে, সেই জন্যে মনের দুঃখে ভেবে ভেবেই পাগল হয়েছেন। গোপনে মিষ্ট কোরে

প্রবোধ দিলে ভাল হতো, তা হলে আর এরূপ দশা ঘোট্‌তো না।

মদন।—দেবি! তাতে কি ত্রুটি কোরেছি? এত কোরে বুঝিয়ে দেখেছি, কিছুতেই সে স্বভাব ছাড়েন নি। তা যা হোক্, এখন আমরা তাঁকে নিয়ে যাবো।

মায়া।—সেটী তো কখনই হতে পারে না। যখন তিনি আমার দেবালয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন আমি হঠাৎ কেমন কোরে ছেড়ে দিতে পারি। ভাল, তোমরা এখন যাও, ওঁকে সুস্থ কোরে তার পর আমিই পাঠিয়ে দিব এখন।

মদন।—না দেবি! তা কখনই হবে না, আমরা ওঁকে এখনই নিয়ে যাব।

মায়া।—আমি ত কখনই নিয়ে যেতে দিব না।

মদন।—এ তো বড় দায়ে পোড়্‌লেম, আমাদের লোককে আমরা নিয়ে যাব, আপনার তাতে হানি কি?

মায়া।—তা কদাচ হবে না। শরণাগতকে কখনই পরিত্যাগ কোত্তে পার্‌বো না। আর দেখ, সাবধান! তোমরা আমার দেবালয়েও প্রবেশ কোরো না।

মদন।—আচ্ছা, আমরা আপনার দেবালয়ে প্রবেশ কোত্তে চাই না, কিন্তু আমার ভগ্নীপতিকে ছেড়ে দিতে হবে।

মায়া।—তা কখনই দিব না।

কীর্ত্তি।—কেন দেবি! তিনি এঁর ভগ্নীপতি, ইনি

নিজেই যদি তাঁকে নিয়ে যেতে চাচ্চেন, তাতে আপনার অমত কি ?

মায়া।—এঁর আত্মীয়ই হোন, আর যিনিই হোন, শরণাগতকে কখনই পরিত্যাগ কোত্তে পার্‌বো না, তাতে অধর্ম্ম আছে। তাই বোল্‌ছি, তোমরা এখন যাও, এর পর তখন তাঁকে পাঠিয়ে দিব।

[মায়াবতীর প্রস্থান।

কীর্ত্তি।—তবে মহাশয় আপনি রাজার নিকটে অভিযোগ করুন, নতুবা ও তপস্বিনী বসন্ত বাবুকে কখনই ছেড়ে দিবেন না।

মদন।—কাজে কাজেই কোত্তে হবে, তা না হলে তো আর উপায় নাই।

কীর্ত্তি।—আপনি কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন, আমি শুনেছি, আজ একজন সওদাগরের ফাঁসি হবে, সেই জন্যে মহারাজ স্বয়ং তাকে নিয়ে এখানেই আস্‌বেন, সেই সময় তাঁর নিকট অভিযোগ কোর্‌বেন। (নেপথ্যে কলরব) ঐ এক্‌টা গোল উঠ্‌লো না ? বোধ হয় রাজা আস্‌ছেন।

মদন।—(প্রহরীদিগের প্রতি) তবে তোমরা এখন বিদায় হও, যা হয় আমিই এর একটা বিলি ব্যবস্থা কোচ্চি।

[প্রহরীদিগের প্রস্থান।

(সভাসদ্ সমভিব্যাহারে সুবাহু রাজার আগমন,
পশ্চাৎ প্রহরী বেষ্টিত বৃদ্ধ সুরপতিকে
লইয়া নগরপালের প্রবেশ)

রাজা।—(নগরপালের প্রতি) নগরপাল! এই ক্ষেত্রে আর একবার উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করো।

নগর।—(ঘোষণা) গুজরাট দেশের সুরপতি নামক এই সওদাগর মহারাজের রাজ্যে প্রবেশ করাতে দেশীয় ব্যবস্থা অনুসারে সহস্র মুদ্রা দণ্ড বা তৎপরিবর্ত্তে প্রাণ-দণ্ডের অনুমতি হয়। কিন্তু দণ্ড-মুদ্রা দিতে অপারক হওয়া বিধায়ে বন্দীকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে, সেখানে ইহার প্রাণ-দণ্ড হইবেক। অতএব যদি এই হত-ভাগ্য ব্যক্তির কোন উপস্থিত বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় বা কোন দয়ালু ব্যক্তি ঋণ দ্বারা বা দয়ার বশবর্ত্তী বা অনু-কম্পার পরতন্ত্র বা স্বার্থশূন্য হইয়া ইহার দণ্ড-মুদ্রা দিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে এই গুজরাট দেশীয় সওদা-গরের প্রাণদণ্ড রহিত হয়। আর দণ্ড-মুদ্রা-স্বীকৃত সাধু ব্যক্তির প্রতি মহারাজ অত্যন্ত সন্তুস্ট হয়েন।

মদন।—(রাজাকে নমস্কার করিয়া) মহারাজ! আপ-নার নিকট আমার এক অভিযোগ আছে, আজ্ঞা হইলে নিবেদন করি।

রাজা।—কি, বলো।

মদন।—মহারাজ! আমার নাম মদন, আমার ভগ্নী-পতি বসন্তকুমার বাবু, যিনি মহারাজের সরকারে রাজ-

কর্ম্ম কোত্তেন, কয়েক দিন হলো, হঠাৎ বায়ুরোগে উন্মত্ত হওয়াতে আমরা তাঁকে বাড়ীতে বদ্ধ কোরে রেখেছিলেম, দৈবাৎ পালিয়ে এসে ঐ দেবালয়ে প্রবেশ কোরেছেন। ভৈরবী দেবী তাঁকে আমার হাতে সমর্পণ কোত্তে চান না।

রাজা।—কেন, মায়াবতী তো তেমন নন, আমি শুনেছি, তিনি অতি সচ্চরিত্রা, ধর্ম্মশীলা, নির্ব্বিরোধিকা, তবে কেন তোমার ভগ্নীপতিকে দিতে চান না? আহা! বসন্ত-কুমার হঠাৎ উন্মাদ হয়েছে? নারায়ণ! কি কষ্ট, আহা! লোকটী বড় ভালমানুষ ছিল, তা ভগবানের ইচ্ছা! ভাল, তোমার অভিযোগের তদন্ত আমি এখনই কোচ্চি। (প্রহরীর প্রতি) ওরে! মায়াবতীকে একবার এখানে ডেকে আন্ তো!

[প্রহরীর প্রস্থান।

(শশব্যস্তে জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য।—(মদনের প্রতি) মশাই! আপনি এখান থেকে পালিয়ে যান। বসন্ত বাবু ঘরের দরজা ভেঙে লোক জনকে মেরে পালিয়ে এসেছেন। তাঁর চাকরও তাঁর সঙ্গে আছে, বোধ হয়, আপনাকে মার্তে আস্ছেন। পালান, মশাই, পালান।

(নেপথ্যে চীৎকার শব্দ)

ঐ—ঐ—ঐ শুনুন্,—ঐ আস্ছেন, আপনি এই বেলা পালান, ভারি রেগেছেন, পালান,—দেখা পেলে আর আপনাকে অম্নি ছাড়্বেন না।

মদন।—(সভয়ে) সে কিরে ? বসন্ত বাবু না ঐ দেবালয়ে লুকিয়েছেন ?

ভৃত্য।—না মশাই, এইমাত্র দেখে আস্‌ছি, তিনি মার মার শব্দে বাড়ীথেকে বেরুলেন।

(নেপথ্যে পুনঃ চীৎকার ও পদশব্দ)

মদন।—(সভয়ে ত্রস্তভাবে) বলিস্ কিরে ? তাই তো,—আঁ্যা! (ব্যস্ত হইয়া লুকাইবার উদ্যোগ)

রাজা।—ভয় নাই, ভয় নাই, আমি এখানে আছি, ভয় কি ?

(নিজ ভৃত্যের সহিত জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের প্রবেশ)

সুর।—(বসন্তকুমারকে দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) এ কি! এই না আমার পুত্র বসন্তকুমার! (অশ্রুপতন) আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি ? ভগবান কি এমন দিন দিবেন! (বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিয়া) না! এ স্বপ্ন নয়, আমার পুত্র বসন্তকুমারই বটে! (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা পরমেশ্বর! তোমার—(রোদন)

বসন্ত।—মহারাজ! আমার এক নিবেদন আছে।

রাজা।—কি বল।

বসন্ত।—(মদনকে দেখাইয়া) মহারাজ! ইনি আমাকে পাগল বোলে বেঁধে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়েছেন, আর আজ আহারের সময় আমাকে বাড়ীতে প্রবেশ কোত্তেও দেন নি।

রাজা।—(মদনের প্রতি) তুমি কেন ওকে বাড়ীতে প্রবেশ কোত্তে দাও নি ?

মদন।—না মহারাজ! এমন কর্ম্ম আমি কখনই করি নি। আজ উনি যখন বাড়ীর ভিতর আহার কোচ্ছিলেন, সেই সময় কয়েকজন লোক বাড়ীর সম্মুখে এসে, দ্বারে আঘাত করে আর বলে, 'দরজা খোল, আহার কোত্তে যাব, আমার বাড়ী।' আমরা দুস্ট লোক মনে কোরে তাদের তাড়িয়ে দিই। দোহাই ধর্ম্মাবতার! এ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

স্বরূপ।—ও কি কথা মহাশয়? আমি যে তখন বসন্ত বাবুর সঙ্গে ছিলেম। তিনিই তো আপনাদের দরজা খুল্‌তে বোলেছিলেন, কিন্তু আপনারা খুল্লেন না, এ কথা সত্যই ত বটে।

মদন।—বিলক্ষণ! তুমিও তো মন্দ লোক নও। এঁর বাড়ী, এঁর ঘর, আর এঁকে প্রবেশ কোত্তে দিলেম না?

স্বরূপ।—(মৃদুস্বরে) কি আশ্চর্য্য! দেখ্‌ছি, ইনি ঘোর মিথ্যাবাদী। এই জন্যে বসন্ত বাবুকে পাগল বোলেছিলেন বটে!

প্রহরী।—মহারাজ! বন্দী কাঁদ্‌ছে।

রাজা।—(কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া) ও প্রাণের ভয়ে কাঁদ্‌ছে। (মদনের প্রতি) হাঁ, তার পর!

মদন।—তার পরেই এই উৎপাত, মহারাজ!

বসন্ত।—মহারাজ! আমার সঙ্গে স্বর্ণকার ত ছিলই, আর (কীর্ত্তিধরকে দেখাইয়া) ইনিও ছিলেন।

রাজা।—(কীর্ত্তিধরের প্রতি) তুমি এ বিষয়ের কি জানো?

কীর্ত্তি।—মহারাজ! বসন্ত বাবু যা বোল্‌ছেন, আর এই স্বর্ণকার যা বোল্লে, সে সমস্তই সত্য।

(রাজা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)

বসন্ত।—মহারাজ! আমার আর এক অভিযোগ আছে।

রাজা।—আবার কি?

বসন্ত।—এই স্বর্ণকার আমাকে এক ছড়া হারের দাবী দিয়ে দারোগাকে দিয়ে ধোরিয়ে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান কোরেছে। কিন্তু মহারাজ! আমি শপথ কোরে বোল্‌ছি, আমি এর হার লই নাই।

রাজা।—(স্বরূপের প্রতি) এর উত্তর দাও, এ কর্ম্ম তুমি কেন কোরেছিলে?

স্বরূপ।—ধর্ম্মাবতার! আমি ওঁকে হার দিয়েছি কি না, এই সদাগর মহাশয় জানেন, (কীর্ত্তিধরকে দর্শান) ইনিই আমার সাক্ষী।

রাজা।—(কীর্ত্তিধরের প্রতি) কেমন এ কথা কি সত্য?

কীর্ত্তি।—আজ্ঞা হাঁ, সত্য বটে, আমি জানি, ও হার দিয়েছে।

রাজা —(বসন্তের প্রতি) তবে?

বসন্ত।—মহারাজ! সর্ব্বইব মিথ্যা।

তিলো।—মহারাজ! আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমার একটী আংটী বসন্ত বাবু নিয়ে অস্বীকার কোচ্চেন, চাইলেম বোলে ঐ দেবালয়ে গিয়ে লুকুলেন।

বসন্ত।—সত্যই ত আংটী দিয়েছ, তার জন্যে অস্বীকারই বা কোর্‌বো কেন, আর দেবালয়েই বা লুকাবো কেন ?

(রাজা নিস্তব্ধ)

স্থর।—মহারাজ ! এই আসন্ন কালে আমার একটী প্রার্থনা আছে।

রাজা।—আচ্ছা, বলো।

স্থর।—ঐ যুবার সঙ্গে দু একটী কথা কইতে বাসনা করি। (বসন্তকুমারকে প্রদর্শন)

রাজা।—আচ্ছা।

স্থর।—বাপু, তোমার নাম বসন্তকুমার বটে ? আর তোমার এই ভৃত্যটীর নাম কৃষ্ণদাস ?

বসন্ত।—হাঁ মহাশয়।

স্থর।—তুমি আমাকে চিন্‌তে পারো ?

বসন্ত।—না মহাশয়।

স্থর।—(আত্ম দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) এই সাত বৎসরে আমার শরীরের কি এত বৈলক্ষণ্য হয়েছে যে, আমার সন্তান আমাকে চিন্‌তে পাল্লে না ? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু ! আমাকে যেন চিন্‌তে পাচ্চো না, কিন্তু আমার স্বরেও কি বুঝ্‌তে পাচ্চো না ?

বসন্ত।—না মহাশয় ! কিছুই ত মনে পড়ে না।

স্থর।—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাসের প্রতি) কৃষ্ণদাস ! তোরও কি মনে পড়ে না ?

কৃষ্ণ।—আজ্ঞা, কিছুই না।

স্থর।—(ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) হা অদৃষ্ট! এই অন্তিমকালে তুমিও আমাকে চিন্তে পাল্লে না? হা বিধাত! তোমার মনে এই ছিল! আমার পুত্র আমাকে চিন্‌তে পাল্লে না? কিন্তু তোমারই বা দোষ কি, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ! বাপু বসন্তকুমার! এই অন্তিমকালে একবার আমাকে পিতা বোলে ডাকো, কর্ণকুহর সুশীতল হোক; এই অন্তকালে তোমার মুখে পিতা পিতা রব শুন্‌লেও আমার এই পরিতাপিত অন্তঃকরণ সুস্নিগ্ধ হয়, আর মৃত্যুও সুখকর বোধ করি। বসন্তকুমার! তোমার পিতাকে তুমি চিন্‌তে পাল্লে না? হা—

বসন্ত।—(সাক্ষেপে) মহাশয়! জন্মাবধি আমি পিতাকে দেখি নাই।

স্থর।—সে কি বৎস! এই সবে মাত্র সাত বৎসর হলো, তুমি গুজরাটে আমার স্থানে বিদায় হয়ে, তোমার গর্ভ-ধারিণী আর জ্যেষ্ঠ সহোদরের অন্বেষণে এসেছ, এর মধ্যে সমস্তই ভুলে গেলে? আমার বোধ হোচ্চে, তুমি আমাকে চিন্‌তে পেরেছ, তবে আমার এই অবস্থা দেখে পিতা বোলে স্বীকার কোত্তে লজ্জা হোচ্চে।

বসন্ত।—মহাশয়! এই দেশের সকলেই জানেন, প্রায় বিংশতি বৎসর হলো, আমি এই মহারাজের সরকারে কাজ কর্ম্ম কোচ্চি, বঙ্গদেশ ব্যতীত জন্মাবধি গুজরাটে কখনো পদার্পণ করি নি।

রাজা।—বৃদ্ধ সাধু! আমার বোধ হোচ্চে, তোমার এই বিপদ আর বয়স, তোমার মনকে অস্থির করেছে। সত্যই বটে, বসন্তকুমার আমার সরকারে বিংশতি বৎসর কর্ম্ম কাজ কোচ্চে, বোধ হয় জন্মাবধি গুজরাটে কখনো যায় নাই।

(প্রহরীর সহিত মায়াবতী, কনিষ্ঠ বসন্তকুমার ও কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

মায়া।—মহারাজের জয় হোক!

রাজা।—মায়াবতি! তুমি না কি—(কনিষ্ঠ বসন্তকুমারকে দেখিয়া মৃদুস্বরে) এ কি! দু জনেরই যে এক আকার, এক অবয়ব!—এ কি!—কিছু মাত্র প্রভেদ নাই!

কং বসন্ত।—(সুরপতিকে দেখিয়া সচকিতে, স্বগত) এ কি!—পিতা না?—তাই ত!—ইনি এখানে কেন?—না,—তিনি নন,—(উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া) নয় কেন,—তিনিই তো,—ভাল, এ কেমন হলো? (সুরপতির প্রতি প্রকাশ্যে) আপনি কি সুরপতি সওদাগর? এ কি! হায় হায়! আপনার এ অবস্থা কেন? আপনি কি অপরাধ কোরেছেন?

সুর।—বৎস! এ রাজ্যে আসাতেই আমার এই দুর্দ্দশা। এখন মহারাজকে দণ্ড-মুদ্রা দিয়ে আমাকে পরিত্রাণ করো, নচেৎ প্রাণ দণ্ড হয়!

মায়া।—(সুরপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া) স্বামিন্! এ অধিনী যে পুনর্ব্বার আপনার শ্রীচরণ দর্শন কোর্‌বে, এ ভরসা কিছু মাত্র ছিল না! (রোদন) নাথ! কথা কও,—বৃদ্ধ সাধু কথা কও,—যদি তুমি সেই সুরপতি হও, কথা

কও,—রত্নবতী নামে যার এক অভাগিনী রমণী ছিল, যদি তুমি সেই সুরপতি হও, কথা কও,—তোমার সেই রত্নবতী এখন কোথায়? যে দুঃখিনী তোমার দুটী পরম সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করে দিয়েছিল, যদি তুমি সেই দুঃখিনীর পতি হও, কথা কও,—সেই যমজ সন্তান দুটী এখন কোথায়? সমুদ্রে তরণী মগ্ন হলে সেই মহা বিপদে যে রত্নবতী তোমারে হারায়, যদি তুমি সেই রত্নবতীর পতি হও, তবে কথা কও,—বল, সাধু বল,—সুরপতি বল,—সেই দুর্ভাগ্যবতী রত্নবতী এখন কোথায়?—(অত্যন্ত রোদন)

রাজা।—মায়াবতি! তুমি না চির-উদাসিনী?—চির-তপস্বিনী?—তবে কিরূপে ইনি তোমার স্বামী হলেন?

মায়া।—মহারাজ! এ হতভাগিনীর নাম মায়াবতী নয়,—রত্নবতী। ছদ্ম নামে আর ছদ্মবেশে এই রাজ্যে এত কাল আমি বাস কোচ্চি;—ইনিই আমার স্বামী। স্বামী-পুত্রের সহিত সমুদ্রে তরি মগ্ন হোলে আমরা সকলে সকলকে হারিয়েছি! (রোদন)

রাজা।—হাঁ, এই সকল দুর্ঘটনার কথা পূর্ব্বেই আমি সাধুর নিকটে শুনেছি! ভাল, তোমাদের সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রটী এখন কোথায়?

মায়া।—মহারাজ! আমরা যখন সমুদ্রের স্রোতে ভেসে যাই, সেই সময় জনকতক ধীবর আমাদের উদ্ধার করে। কিন্তু তারা আমারে তীরে রেখে, সেই বালক দুটী নিয়ে যে কোথায় গেল; তার কিছুই সন্ধান পেলেম

না। আমি স্বামীপুত্র হারা হয়ে পাগলিনীর মতন দেশ বিদেশে ভ্রমণ কোরে অবশেষে মহারাজের রাজ্যে তপস্বিনী বেশে কালযাপন কোচ্চি।

জ্যেং বসন্ত।—(অগ্রসর হইয়া) কি? ধীবর—(রোদন করিয়া) মা! আমিই তোমার সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র বসন্তকুমার,—(রাজার প্রতি) মহারাজ! আমার পিতার যে সহস্র মুদ্রা দণ্ড কোরেছেন, তা আমিই প্রদান কোচ্চি, পিতাকে অব্যাহতি দিবার আজ্ঞা করুন। (পিতৃচরণে পতন)

রাজা।—বসন্তকুমার! তুমি না আমার কোষাধ্যক্ষের পুত্র?

জ্যেং বসন্ত।—(গাত্রোত্থান করিয়া কর যোড়ে) আজ্ঞে না মহারাজ, আমি তাঁর পুত্র নই, তাঁর ক্রীতদাস ছিলেম। তাঁর কোন সন্তান সন্ততি না থাকাতে আমাকেই তিনি সমস্ত বিষয়ের অধিকারী কোরে যান। আমি যে এঁদের পুত্র, তার আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ, পালক পিতা মহাশয় মৃত্যুকালে আমাকে এই কথা বলেন যে, আমরা ধীবরকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হই, আর তারা আমাদের তাঁর নিকট দাস রূপে বিক্রয় করে।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য ঘটনা! সওদাগর! আমি তোমাকে বিনা মুদ্রায় দণ্ড হতে অব্যাহতি দিলাম। (প্রহরীর প্রতি) সাধুর বন্ধন মোচন কর।

মায়া।—মহারাজ! আমি হতভাগিনী, বহুকাল স্বামীর পদ সেবায় বঞ্চিত আছি, অনুমতি করুন, আমিই বন্ধন

মোচন কোরে দিই। (রোদন করিতে করিতে স্থরপতির বন্ধন মোচন)

স্থর।—আহা! তোমাদের যে আমি পুনর্ব্বার দেখ্‌তে পাব, সে আশায় একেবারে নিরাশ হয়েছিলেম। যা হোক, সকলই বিধাতার ইচ্ছা।

রাজা।—তোমাদের পরস্পর মিলন দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেম, পরমেশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

(রাজাকে সকলে নমস্কার)

[প্রহরী ইত্যাদির সহিত স্থবাহু রাজার প্রস্থান।

মদন।—(বসন্তকুমারদ্বয়ের প্রতি) এ এক চমৎকার কাণ্ডই দেখা গেল! এখন কে আজ তোমাদের মধ্যে ও বেলা আমাদের বাড়ীতে আহার করেছিলে?

কং বসন্ত।—সে আমি।

মদন। তুমি আমার ভগ্নীপতি নও?

জ্যেং বসন্ত।—নাহে মদন! উনি নন,উনি আমার কনিষ্ঠ।

কং বসন্ত।—আমিও তখন ঐ কথা বোলেছিলেম, কিন্তু উনি আর ওঁর ভগ্নীরা কিছুতেই বুঝ্‌লেন না।

স্বরূপ।—(কনিষ্ঠ বসন্তকুমারের প্রতি) এই ত মহাশয় সেই হার। তখন অনায়াসেই অস্বীকার কোল্লেন।

কং বসন্ত।—তা ত দিয়েইছ বটে, কে বলে নয়।

মদন।—দিয়েইছ ত, আর যখন এই জন্যে বসন্তবাবুকে দারোগার জিম্মা কোরে দাও, খালাস কর্‌বার জন্যে তখন

(জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাসকে দেখাইয়া) এই কৃষ্ণদাসকে দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেম।

জ্যেং কৃষ্ণ।—কৈ আমি ত টাকা আনি নি!

কং কৃষ্ণ।—আমি এনেছি!

কং বসন্ত।—এনেছেই ত বটে, সে টাকা আমার কাছেই আছে।

জ্যেং বসন্ত। তবে সে টাকা আর বাড়ীতে নিয়ে যাবার প্রয়োজন করে না, আমাদের মিলন হবার উদ্দেশে এই খানেই দরিদ্রকে বিতরণ করা হোক্।

মায়া।—(সকলকে সম্বোধন করিয়া) অধিনীর একটী প্রার্থনা আছে। বিধাতা বিমুখ হয়ে আমাদের এই পঁচিশ বৎসর যেমন যন্ত্রণা দিলেন, আজ তিনি তেমনি সদয় হয়ে আমাদের পরম সুখী কোল্লেন। এখন যদি আপনারা অনুগ্রহ কোরে এ দুঃখিনীর আশ্রমে পদার্পণ করেন, তা হলে আমার আশ্রম পবিত্র হয়।

তিলো।—(স্বগত) এই ত সব যায়, তবে এই বেলা আংটীর কথাটা তুল্‌তে হলো। (প্রকাশ্যে কনিষ্ঠ বসন্তকুমারের প্রতি) বসন্তবাবু! আমার আংটীর কি হলো?

কং বসন্ত।—(হাস্য করিয়া) ওগো আমি না।

তিলো।—কে জানে বাবু, আপনাদের দু ভেয়ের যে একই গড়ন, তা চিন্‌বো কেমন কোরে?

জ্যেং বসন্ত।—এই তোমার অঙ্গুরী আর কিছু পারিতোষিক লও। (অঙ্গুরী ও কিঞ্চিৎ মুদ্রা প্রদান)

মায়া।—নাথ! আমার আর একটী মানস আছে।

স্থর।—কি প্রিয়ে বলো।

মায়া।—আপনি যদি সম্মত হন, (মদনকে দেখাইয়া) এঁর একটী দিব্য সুন্দরী ভগ্নী আছে, তার সঙ্গে আমার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়।

স্থর।—(মদনকে দেখাইয়া) ইনি তাতে সম্মত হবেন?

মদন।—আমার আর মতামত কি?—আপনাদের মতেই আমার মত। এ ত অতি আহ্লাদেরই বিষয়।

মায়া।—তবে সকলেই আশ্রমে আসুন, সেই খানেই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হবে।

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

প্রভাত দুঃখ যামিনী, উদয় সুখ তপন।
সুরপতি রত্নবতী, সুখ নীরে নিমগন॥
প্রভাত সমীরে জলে, শোভা করে শতদলে,
আনন্দে করে সকলে, প্রেম অশ্রু বরিষণ।
মাতা পিতা ভ্রাতাগণে, প্রফুল্ল শুভ মিলনে,
নিবিল সুখ জীবনে, বিচ্ছেদেরি হুতাশন॥
পদ্মাবতী, লজ্জাবতী, লয়ে নিজ নিজ পতি,
প্রেমে পুলকিত মতি, সফল হল জীবন॥

যবনিকা পতন।

PRINTED BY S. P. CHATTERJEE, AT THE NEW BENGAL PRESS.—CALCUTTA.